চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 27 March, 2020 ■ আগরতলা, ২৭মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১৩ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ ছয় পাতা

ভারতে করোনা সংক্রমিত বেড়ে হল ৬৯৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা পুনরায় বাড়ল। বৃহস্পতিবার সকালে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৯-এ গিয়ে ঠেকেছে। সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন, দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৯৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.১৫ মিনিট নাগাদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ভারতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৩ জনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুজরাটে দু'জন, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, কর্ণাটক, পঞ্জাব, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ এবং হিমাচল প্রদেশে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৯। চিকিৎসা চলছে ৫৯৩ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা শহরের গণরাজ চৌমুহনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। অল্পের জন্য ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল রাজধানীর গনরাজ চৌমুহনী এলাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত পুলিস কর্মী তিমির বরন চক্রবর্তীর বাড়িতে একটি ঘর রয়েছে। যেখানে প্লাস্টিকের দরজা, জানালা সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকার লোকজন এই ঘরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায়। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনিকে। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনীর তিনটি ইঞ্জিন। দমকল বাহিনীর তিনটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় নিয়েন্ত্রনে আসে আগুন। দমকল বাহিনীর এক কর্মী জানান দ্রুততার সাথে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনা না গেলে বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারতো। আগুন লাগার কারন নিয়ে ধোঁয়াশায় সকলে। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর এই মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিতে এবং বাড়ি ঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। শুধু মরশুমের এই সময়টাতে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করেছে ফায়ার সার্ভিসের এক অধিকারীক।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায়

১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার রিলিফ প্যাকেজ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দরিদ্র মানুষের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ তথা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আজ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার রিলিফ প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী সীতারমন বলেন, আজকের এই ঘোষণার উদ্দেশ্য হ'ল — দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের কাছে অন্ন ও অর্থের সংস্থান নিয়ে পৌঁছে যাওয়া, যাতে তাঁরা অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী সংগ্রহে সমস্যার সম্মুখীন না হন এবং জরুরি চাহিদাগুলি মেটাতে পারেন।

সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলিতে কোভিড-১৯ মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য বিমা কর্মসূচি।এক বিশেষ বিমা কর্মসূচির মাধ্যমে সাফাই কর্মচারী, ওয়ার্ডবয়, নার্স, আশা কর্মী, আধা-চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান, চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।কোনও স্বাস্থ্য কর্মী যদি কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা পরিষেবার সময় দুর্ঘটানার সম্মুখীন হন, সেক্ষেত্রে তাঁকে বিমা কর্মসূচির আওতায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে।সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রোগী কল্যাণ কেন্দ্র এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি হাসপাতালগুলিকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রায় ২২ লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

পিএম-গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা-কেন্দ্রীয় সরকার আগামী তিন মাস কোনও রকম বাধাবিপত্তির দরুণ খাদ্যশস্যের যোগান ঠিক না থাকার জন্য কোনও ব্যক্তির, বিশেষ করে কোনও দরিদ্র পরিবার যাতে খাদ্যাভাবে না পড়েন, সে ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবে।ভারতের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা ৮০ কোটি মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে।আগামী তিন মাস প্রত্যেক ব্যক্তিকে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।বাড়তি এই সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

ডালশস্য- ৮০ কোটি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় খাবারের সংস্থান সুনিশ্চিত করতে আগামী তিন মাস আঞ্চালিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার পিছু ১ কিলোগ্রাম করে ডালশস্য দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ডালশস্য নিখরচায় দেবে।প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় কৃষকদের পিএম-কিষাণ যোজনার আওতায় এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রথম কিস্তির ২ হাজার টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।এই কর্মসূচির আওতায় ৮ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন।

পিএম গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় নগদ হস্তান্তর। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার আওতায় ২০ কোটি ৪০ লক্ষ মহিলা অ্যাকাউন্টধারীকে আগামী তিন মাস প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে এককালীন অনুদান দেওয়া হবে। পিএম গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় আগামী তিন মাস ৮ কোটি দরিদ্র পরিবারকে নিখরচায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হবে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে কম আয়ের মানুষদের সহায়তা ১০০ জনের কম শ্রমিক রয়েছেন, এমন ব্যবসায় মাসিক ১৫ হাজার টাকার কম উপার্জনকারীদের সহায়তা দেওয়া। কর্মহীন হয়ে পড়তে পারেন, এই ঝুঁকির নিরিখেই উক্ত সহায়তার কথা বলা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় সরকার আগামী তিন মাস কর্মহীন হয়ে পড়তে পারেন এমন শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি অ্যাকাউন্টে ২৪ শতাংশ অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এই অনুদানের ফলে কর্মীহীন হয়ে পড়ার প্রবণতা খানিকটা কম হবে।

প্রবীণ নাগরিক (ষাটোর্ধ), বিধবা ও দিব্যাঙ্গদের সহায়তা-কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রেক্ষিতে অর্থনীতির ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়তে চলেছে, সেকথা বিবেচনায় রেখে দিব্যাঙ্গ শ্রেণীর প্রায় ৩ কোটি বয়স্কা বিধবা ও মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সরকার এদের সকলকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবেলায় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা

- ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা
- দারিদ্র সীমার নীচে থাকা সমস্ত পরিবার আগামী তিন মাস বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস পাবেন
- জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতাল কর্মীদের জন্য আগামী তিন মাস ৫০ লক্ষ টাকার বিমা
- দেশের ৮০ কোটি মানুষ আগামী তিনমাস বিনামূল্যে অতিরিক্ত ৫ কেজি চাল/গম পাবেন
- জনধন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার মহিলারা আগামী তিনমাস ৫০০ টাকা করে পাবেন
- সংস্থায় ১০০ এর কম কর্মী এবং তাঁদের ৯০ শতাংশের বেতন ১৫ হাজারের কম হলে ইপিএফ এর ২৪ শতাংশই দেবে কেন্দ্র

করোনা ঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল এডিসি নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মহামারির রূপ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলতি ইংরেজি বছরের ১৭ মে এডিসি-র মেয়াদ পূর্ণ হবে। এদিকে, আজ ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন এডিসি-র ২৮টি নির্বাচনী ক্ষেত্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী এডিসি-তে মোট ভোটার ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৬১ জন।

প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ দফতরের সচিব এডিসি নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের প্রকোপকে মহামারি ঘোষণা করেছে। সে মোতাবেক সারা দেশে লকডাউন চলছে। আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে সিআরপিসি-র ধারা ১৪৪ অনুযায়ী গণ-পরিবহণ স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া সিনেমা হল, স্কুল, কলেজ, সুইমিং পুল, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি হয়েছে। বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

উপজাতি কল্যাণ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ত্রিপুরায় অ্যাপিডেমিক ডিসিজ অ্যাক্ট ১৮৯৭ লাগু করা হয়েছে। তাছাড়া দুর্যোগে মোকাবিলা আইন ২০০৫ এবং ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ১৪৪ ধারা লাগু রয়েছে। এই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ২৪ মার্চ দুপুর ২টা থেকে ৩১ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ত্রিপুরায় লকডাউন কারফিউ জারি করা হয়েছিল। তার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২৫ মার্চ থেকে ২১ দিন দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেছে। রাজ্যগুলিকেও এই আদেশ পালন করতে বলা হয়েছে।

তাই এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকার এডিসি নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। উপজাতি কল্যাণ দফতরের সচিব জানিয়েছেন, এডিসি নির্বাচনের নতুন বিজ্ঞপ্তি পরবর্তীতে জারি করা হবে। এদিকে ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) সাধারণ নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকগণ (সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট) কর্তৃক মোট ২৮টি নির্বাচন ক্ষেত্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার সংখ্যা ৮,৪৯,১৬১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪,২৯,২৩৮ জন, মহিলা ৪,১৯,৯২০ জন এবং অন্যান্য ৩ জন।

হেলিকপ্টারটি কলকাতা থেকে করোনা মোকাবিলায় আনুসঙ্গিক চিকিৎসা সামগ্রী আনতে বৃহস্পতিবার আগরতলা বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা দিয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ভাড়া বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত চিকিৎসক দম্পতি সমস্যার সমাধান হল মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকল অংশের মানুষ একজোট হয়ে চেষ্টা করছেন, সেখানে ত্রিপুরায় চিকিৎসকদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে দিচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট মালিকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আবেদন সত্ত্বেও আজ ইন্দ্রনগরে এক চিকিৎসক দম্পতিকে ভাড়া বাড়ি থেকে বের করে দেন বাড়ির মালিক ও স্থানীয় জনগণ। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করে বাড়ির মালিক ও স্থানীয় জনগণের এ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারির পর চিকিৎসক দম্পতিকে ওই বাড়িতেই থাকতে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় কোনও চিকিৎসককে ভাড়া বাড়িতে থাকার ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার আবেদন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কারণ, ভাইরাস মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের এই অবদানকে কুর্ণিশ জানাই, বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ত্রিপুরার প্রত্যেক নাগরিকের কাছে চিকিৎসকদের সমস্ত রকম সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর ওই মানবিক আবেদনে গুরুত্ব দেননি বলেই মনে হচ্ছে।

এ-বিষয়ে বৃহস্পতিবার ভীষণ আক্ষেপের সুরে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেন, আমার বহু আবেদন-নিবেদনের পরও আজ একটি খবর আসে, এই সংকটকালীন সময়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত এক দম্পতিকে তাঁদের বাড়ির মালিক এবং এলাকার লোকজন ভাড়া বাড়িতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করছিলেন। আগরতলার ইন্দ্রনগর থেকে এই অভিযোগটি আসে। ডা. অজিত দেবনাথ এবং তার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা দাসকে তাঁদের ভাড়া বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না।

তিনি বলেন, বাড়ির মালিক সঞ্জয় দেবনাথ এবং অন্যান্য লোকজন এ-ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছিলেন বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায়

সাংসদ, বিচারপতি, বিধায়কসহ বহুজনের আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারা দেশে লকডাউন চলছে। স্বাভাবিকভাবেই, অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেবে। তাই এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ত্রিপুরা সরকারকে ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা করেছেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধও এক মাসের বেতন মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। এদিকে, ব্যাংক কর্মী সঞ্চিতা দাস বৃহস্পতিবার তাঁর এক মাসের বেতন মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। এভাবে অনেকেই এই মহামারির পরিস্থিতি মোকাবিলায় একজোট হয়েছেন।

সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে লকডাউন চলছে। ফলে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। তেমনি, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা কিটেরও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আজ সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক পশ্চিম জেলাশাসকের হাতে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দিয়েছেন। এ-বিষয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমস্ত সাংসদদের এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় একজোট হয়ে কাজ করার আবেদন জানিয়েছেন। তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে আজ সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দান করেছি।

সাংসদ বলেন, সদর জেলা ২৫ লক্ষ টাকা, সিপাহিজলা জেলা ১৪ লক্ষ টাকা, গোমতি জেলা ৬ লক্ষ টাকা এবং দক্ষিণ জেলায় ৫ লক্ষ টাকা সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে দান করেছেন। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিযুক্তদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২৫৩৩ জন কোয়ারেন্টাইনে কোনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নেই ঃ স্বাস্থ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় একজনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। তবে ২,৫৩৩ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হল-এ সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোনও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে, এখন পর্যন্ত ২৫৩৩ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তবে, এখনও পর্যন্ত মোট ২৬৯৬ কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

তাঁর বক্তব্য, মোট ১৬৩ জনের ১৪ দিনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাতে ১৬৩ জনেরই নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। কোভিড-১৯ সারভেইলেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম জেলায় ৩৮৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৭৫ জন, খোয়াই জেলায় ৪৯৯ জন, গোমতী জেলায় ২৮৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ৫৩৩ জন, ধলাই জেলায় ২১৪ জন, ঊনকোটি জেলায় ৪০২ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪০ জন সন্দেহজনক কোরানা আক্রান্ত হিসেবে নজরদারীতে রয়েছে। তাদরে মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩ জন, খোয়াই জেলায় ২ জন, গোমতী জেলায় ৩ জন, ধলাই জেলায় ১ জন, ঊনকোটি জেলায় ২ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি মোট ৩৫ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

স্বাস্থ্যসচিব আরও জানান, আজ গোলবাজারের বাণিজ্য ভবনে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে এক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বাজারের খাদ্য সামগ্রী মজুতের হিসাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলার ৬টি বাজারে খাদ্য দফতরের মনোনীত নোডাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা প্রতিটি বাজারের খাদ্যদ্রব্যের যোগান, মজুত এবং কোনও সমস্যা থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর দাবি, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক পরিষেবার সাথে যুক্ত দোকানগুলি খোলা থাকবে। অত্যাবশ্যক নয় এমন দোকান যাতে খোলা না থাকে সে বিষয়ে নজর রাখা হবে। গণমাধ্যম-সহ প্রয়োজনীয় পরিষেবার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আজ রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এটিএম পরিষেবা দিতে অনিহা প্রকাশ বেসরকারী সংস্থার কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রাজ্য জুড়ে লক ডাউন চলছে, তার মধ্যে এইবার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এটিএম পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এটিএমে টাকা ঢোকানোর কাজে যুক্ত প্রসিজার নামক সংস্থার কর্মীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার রানিরবাজার এটিএমে টাকা ঢুকানোর জন্য নির্দিষ্ট গাড়ি নিয়ে যায় ছজ্জছ নামক সংস্থার কর্মীরা। গাড়িতে ছিল চালক সহ মোট ৫ জন লোক।

রানিরবাজার সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটি গেলে সেখানে কিছু লোকের ভিড় দেখা যায়। তখন গাড়ির হর্ন দেওয়া হয়। সাথে সাথে দুই জন ব্যক্তি সংস্থার কর্মীদের উপর চড়াও হয়। এক কর্মীকে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সংস্থার কর্মীরা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রাজ্যের প্রধান কার্যালয়ে এসে আধিকারিকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়। এবং বৈঠক শেষে তারা জানায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা তাদের কাজ বন্ধ রাখবে।

এইদিকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রাজ্যের প্রধান কার্যালয়ের সামনে লোকজনের ভিড় লক্ষ্য করে টহলদারিতে থাকা পুলিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এক পুলিস আধিকারিক ঘটনাস্থলে এসে কথা বলেন সংস্থার কর্মীদের সাথে। তাদেরকে পরামর্শ দেন রানিরবাজার থানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৬৬ ◻ ২৬ মার্চ ২০২০ ইং ◻ ১৩ চৈত্র ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চ্যালেঞ্জের মুখে মুদ্রণ মাধ্যম

আধুনিক প্রযুক্তির দূর্বার অগ্রগতি সত্বেও ছাপা মাধ্যমের বিকল্প এখনও গড়িয়া উঠে নাই। করোনা আক্রমণে ত্রিপুরা সহ আরও কিছু রাজ্যে সংবাদপত্রের প্রকাশনাই সাময়িককালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিংবা সংবাদপত্র বিপুল সংখ্যক পাঠকের কাছে আর পৌঁছাইতেছে না। ত্রিপুরায় সপ্তাহকাল ব্যাপী সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ সংবাদপত্র মালিক প্রকাশনা বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা নজীর বিহীন। পত্রিকা বিতরক সমিতি সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছে আগামী ৩১মার্চ পর্যন্ত তাহারা পত্রিকা বিতরণ করিবেন না। বাধ্য হইয়া পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রকাশনা সাময়িক কালের জন্য বন্ধ রাখিবার ঘোষণা দিয়া নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে, সংবাদপত্রের পাতায় ভাইরাস থাকিতে পারে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাভেরকর বলিয়াছেন সংবাদপত্রের পাতায় করোনা ভাইরাস কোনও ভাবেই থাকিতে পারে না। এই সতর্কবানী সত্বেও পত্রিকা বিতরকরা পত্রিকা বিলির ক্ষেত্রে অনিচ্ছার কথা জানায়। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষও আজ নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ দেখাইতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে সংবাদপত্রের প্রতি সাধারণ আকর্ষণই উঠিয়া যাইবে। আগামী দিনে তীব্র কাগজ সংকটের পড়িবে বিশ্ব। মানুষ যতবেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে ততই দীর্ঘ সময় নিয়া পাতার পর পাতা সংবাদপত্র পড়িবার ঝোঁক কমিতেছে। অথচ এক সময় দেখা গিয়াছে সংবাদপত্র হাতে না আসিলে ঘুম খাওয়া সব মাটি হইয়া যাইত। আজকের মত তথ্য বিস্ফোরণের যুগে মুদ্রিত সংবাদ মাধ্যমের জোর আকর্ষণ আছে তাহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই।

আগামীদিনে অনলাইন সংস্করণই জনপ্রিয় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা বাড়িতেছে। ঘরে বসিয়া কম্পিউটারে অথবা মোবাইলে সংবাদপত্রের ইন্টারনেট সংস্করণ অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীর যেকোনও জায়গা হইতেই ইন্টারনেট সংস্করণ দেখা যায়। ইহাতে সময়েরও অপচয় হয় না। ব্যস্ততম মানুষ ঝটপট ইন্টারনেট সংস্করণ দেখিয়াই ছুট। তাহাদের হাতে সময় মাপা। এই ব্যস্তম দুনিয়ায় দিস্তার পর দিস্তা পত্রিকার কাগজ পড়িবার সময় নাই। এই যখন পরিস্থিতি তখন যুব স্বাভাবিক ভাবেই মুদ্রণ মাধ্যমের ভবিষ্যত যে বিপদাপন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিপুরায় এতগুলি সংবাদপত্র বন্ধ হইয়া গেল কোনও মহল হইতে সমর্থন দেয় নাই। এক্ষেত্রে সরকার বড় ভূমিকা নিতে পারিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নামিয়া সংবাদপত্রের এত এত প্রকাশনা বন্ধ হইবার ঘটনা গণতান্ত্রিক ভারতে সত্যিই লজ্জার। লজ্জার বলা হইতেছে এই কারণে যে, এই সমস্যার সমাধানে বিকল্প চেষ্টা করা যাইত। প্রশ্ন উঠয়াছে ৩১শে মার্চের পর সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হইবার দিন বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে। তখন কি ভাইরাস মুক্ত হইয়া যাইবে ত্রিপুরা বা সারা ভারত। এই প্রশ্নগুলি খুব সংগত ভাবেই উঠিতেছে।

ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ইতিহাসে গণহারে পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ রাখার ঘটনা একটি নতুন অভিজ্ঞতা সন্দেহ না। সংবাদপত্র পাঠক গ্রাহকের কাছে দায়বদ্ধ। পাঠকের এই অধিকার আজ লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিলে বোধহয় ভুল হইবে নাা। পৃথিবী দ্রুত আগাইতেছে তেমনি বিভিন্ন সংকটযেন চারিদিক দিয়া আক্রমণ হানিতেছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ভারত যে বলিষ্ট উদ্যোগ নিয়াছে তাহাকে নিশ্চয়ই স্বাগত। দেশবাসীকে আরও ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে। ত্যাগের মধ্যে দিয়াই মুক্তির পথের সন্ধান মিলে। বিশ্বজুড়িয়া ছাপা মাধ্যমের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে অনলাইন সংস্করণ পাঠকের মনের চাহিদা কতখানি পূরণ করিতে পারিবে?

ইতালি, স্পেন ও আমেরিকার মতো ভুল না করাই শ্রেয়, ২১ দিন পরিবারের সঙ্গেই থাকুন

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণে ২১ দিনের জন্য সমগ্র দেশে লকডাউন (তালাবন্দী) ঘোষণা করে কঠোর সিদ্ধান্ত তো নিয়েই ফেলেছেন। এমন আগে কখনও হয়নি, হয়তো হবেও না। কিন্তু, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং দেশের জন্য অপরিহার্য ছিল। হাত জোড় করে ২১ দিনের জন্য ১৩০ কোটি দেশবাসীকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তিনিই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সঙ্কটের এই মুহূর্তে ১৩০ কোটি দেশবাসীর আবেগ ও অনুভূতি বুঝতে পেরে এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মোদীজি বলেছেন, এই ২১ দিন যদি আমরা অবহেলা করি, তাহলে দেশ ২১ বছরের জন্য পিছিয়েও যেতে পারে। দেশের ১৩০ কোটি জনগণের আবেগ ও অনুভূতি বুঝে এবং জনগণের সম্মতিতেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, অন্যান্য দেশের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার পর আমাদের দেশের জন্য সর্বোত্তম ও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রীর এই কথা ভারিক্কি রয়েছে। এই মহামারি যখন ইতালি, স্পেন এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন চিনের মতো এই সমস্ত দেশেও লকডাউন করার বিকল্প ছিল। কিন্তু, ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তারা চিকিৎসা সুবিধায় সক্ষম এবং লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে দেশের জনগণের মনে ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে। ইতালিতে লকডাউনের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে গোটা ইতালি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। মৃতদেহগুলি ট্রাকে করে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে কবর দিতে হচ্ছে, যা প্রতিদিনই টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে। একই পরিস্থিতি স্পেনেও। স্পেনের মতো সুন্দর দেশ করোনার প্রকোপে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমেরিকা থেকে প্রতিদিনই নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধুবান্ধবের ফোন আসছে, তাঁরা বলছেন আমেরিকার থেকেও আপনারা অনেক ভালো আছেন। কারণ, অত্যাধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, সংক্রমণের চেনকেই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। কারণ, যদি কেউ কোনওভাবে সংক্রমিত হয়ে যান, আর সে যদি সমাজে ঘুরতে থাকে তাহলে অসংখ্য মানুষকে সংক্রমিত করে ফেলতে পারেন। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে একে-অপরের সংস্পর্শে এলে সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রী তথ্যের মাধ্যমে খুব ভাল করে বুঝিয়েছেন যে, সমগ্র বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষতে পৌঁছতে ৬৭ দিন সময় লেগেছে। অথচ, ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষতে পৌঁছতে মাত্র ১১ দিন সময় লেগেছে, এবং ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ পৌঁছতে মাত্র ৪ দিন সময় লেগেছে। যদি এইভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তাহলে যেনতেন প্রকারেন সংক্রমণ ছড়ানো বন্ধ করাই উচিত।

সুতরাং, ২১ দিনের ঐতিহাসিক লকডাউন স্বাগত যোগ্য। বিশ্বে কখনই এমন হয়নি, ভবিষ্যতেও যেন এমনটা না হয়। শুরুতে তো আমাদের দেশে সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল। চিনের উহান শহরে যখন সংক্রমণ

ছড়িয়ে পড়েছিল, তৎক্ষণাৎ আমাদের ভারতীয় নাগরিক এবং প্রতিবেশী দেশ ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের নাগরিকদের সফলভাবে চিন থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তাঁদের গুরুগ্রামের কাছে আইটিবিপি-র আইসোলেসন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল, ১৪ দিন পার্যবেক্ষনের পর তাঁর নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। কিন্তু, আন্তর্জাতিক বিমানে আসা প্রত্যেককে কঠোরভাবে আইসোলেশনে রাখা যায়নি। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানে দেশ-বিদেশ থেকে ভারতে আসা প্রত্যেককেই আইসোলেশন ক্যাম্পে পাঠানো জরুরি ছিল। কিন্তু, আমাদের বিমানবন্দরে কর্মীরা জ্বর ও সামান্য স্বাস্থ্য দেখে ছেড়ে দিয়েছিলেন। যা উচিত হয়নি। এখানেই আমাদের ত্রুটি ছিল। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, যদি কেউ সংক্রমিত হয়, তাহলে সংক্রমণের লক্ষণ তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় না। লক্ষণ দেখা দিতে ৪-৫ দিন অথবা ১০ দিনও লেগে যেতে পারে। ওই পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের তাঁদের বাড়িতে যেতে দেওয়াই সবথেকে বড় ভুল ছিল। এই কারণেই এই ভাইরাস দেশের বিভিন্ন রাজ্যে-বিশেষ করে কেরল ও মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশাতেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

২৪ মার্চ ঘোষিত এই লকডাউন নিয়ে সমালোচকদের সংখ্যাও কম নয়। এখনও বিভিন্ন ধরনের কথা বলা হচ্ছে। তাঁরা বলছে, লকডাউনের ফলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আরে ভাই, জব জান হে তভী জাহান হে। জীবিত থাকলেই তো অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে পারবেন। গোটা বিশ্বে যখন অর্থনীতি ধীর গতিতে চলছে, তখন আমরাও কিছু দিন সহ্য করতে পারব। তাঁরা বলছে, ২১ দিন তো অনেক বেশি দিন। মানুষজন আগে সন্তানদের জন্য বাড়িতে থাকার সময় পেত না, এখন যখন বাড়িতে থাকার সময় পেয়েছে, তাতেও তাঁদের সমস্যা। আগে সন্তান-স্ত্রীর জন্য সময় হত না, এখন সন্তান-স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে তাঁদের বিরক্তি লাগছে। এটাও বলা হচ্ছে, দরিদ্র মানুষ এবং শ্রমিকদের কী হবে? দরিদ্র, শ্রমিকদের জন্য যারা মিথ্যে কাঁদছেন, তাঁরা বলুন তো পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশার কয়েক লক্ষ শ্রমিক মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে কাজ করার জন্য যান, তাঁরা কি দশেরা, দীপাবলি, ভাই ফোঁটা এবং ছট উদযাপন করতে বাড়িতে ফেরেন না? প্রতি বছরই তাঁরা বাড়িতে ফেরেন এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে কেউ ফেরেন না। এটা তাঁদের কাছে কোনও ব্যাপার নয়। সমালোচকরা অবশ্যই পার্থক্য তৈরি করছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন না, এই মহামারী যদি ভারতের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে হতাহতের সংখ্যা কয়েক লক্ষে পৌঁছে যাবে।

এই ধরনের সমালোচকদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় জনগণের। দেশবাসী যখন মোদীজির উপর ভরসা রেখেছেন, তাই এই সঙ্কটের মুহূর্তে একত্রিত হয়ে নেতার কথামত চললেই সবার ভালো হবে। এটি একটি যুদ্ধ এবং সেনাপতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকলে যুদ্ধ কীভাবে জিতবেন? আসুন মোদীজির কথা এবং তাঁর নির্দেশিকা অনুসারে এগিয়ে চলি। মোদীজি যেমন বিশ্বাস রেখেছেন, ২১ দিনের মধ্যেই করোনাভাইরাসের সংক্রমণের চেন যদি ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়, তাহলে শীঘ্রই আমরা সাধারণ জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হব।

(লেখক একজন প্রবীণ সম্পাদক ও সংবাদপত্রের বিভাগীয় লেখক)

বরাদ্দ বাড়িয়েছে কেন্দ্র : প্রশংসা সূর্যকান্তের

কলকাতা,২৬ মার্চ (হি স): কর্ণ সংক্রমনের জেরে সারা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর এই মর্মে বৃহস্পতিবার দরিদ্র মানুষদের জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।আর এবার কেন্দ্রের অনুদানে প্রশংসা করেছেন বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বরাদ্দ বাড়িয়েছে কেন্দ্র । ভিনরাজ্যে কাজ করা শ্রমিকরা সমস্যায় রয়েছে ।তাদের খাদ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা হোক । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিক । আগেই সতর্কতা নিতে হত । সকলকে রেশন দিক কেন্দ্র" । অন্যদিকে " কলকাতা সহ আরও জেলায় জেলায় নজরদারি বাড়ানো হোক" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে এমনটাই পরামর্শ দিলেন সূর্যকান্ত মিশ্রের। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছেন, তাতে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সুবিধা পাবেন। কাউকে যাতে না খেয়ে থাকতে হয়, তার নিশ্চিত করতে উদ্যোগী কেন্দ্র।প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় ১০ কেজি করে চাল অথবা গম করে আগামী তিন মাস ধরে মাথাপিছু পাবেন উপভোক্তরা । সঙ্গে পরিবার পিছু এক কেজি করে ডাল করে দেওয়া হবে। পুরোটাই দেওয়া হবে বিনামূল্যে। এতে উপকৃত হবে প্রায় ৮০ কোটি পরিবার ।প্রধানমন্ত্রী গরিবকল্যাণ অন্ন যোজনা । অন্ন যোজনায় ৫ কেজি চাল-আটা, ১ কেজি ডাল । ৮০ কোটি দরিদ্রকে খাবার সরবরাহ ।বরাদ্দ রেশনের বাইরে এই সুবিধা দেওয়া হবে । করোনা মোকাবিলায় দেশ যাদের দিকে তাকিয়ে সেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের জন্যও বড় ঘোষণা এদিন কেন্দ্রের। গরিব মহিলাদের হাতে কিছু টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র। ৩ মাস ধরে রান্নার গ্যাসও সরবরাহ করা হবে। নির্মাণকর্মী, একশো দিনের কাজে যুক্ত পরিবার, কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থায় কর্মরতদের জন্যও একাধিক সুবিধা ঘোষণা কেন্দ্রের।

আশঙ্কাজনক অবস্থা করোনায় আক্রান্ত প্রৌঢ়ের

কলকাতা,২৬ মার্চ (হি স): করোনা আতঙ্কের মাঝেই ফের আতঙ্ক। আশঙ্কাজনক অবস্থা করোনায় আক্রান্ত দশম প্রৌঢ়ের।পিয়ারলেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১০। ইতিমধ্যে কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে একজনের।আর তারই মাঝে এবার ৬৬ বছর বয়সী এক প্রৌঢ়ের শরীরে মিলল নোভেল করোনা ভাইরাসের জীবাণু।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে আশঙ্কাজনক প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থা। প্রৌঢ়ের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা ভাবনা চালাচ্ছে চিকিৎসকরা। ২৩ মার্চ শ্বাসকষ্ট ও কাশি নিয়ে তিনি পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি হন।তবে তার বিদেশ যাওয়ার কোনও রেকর্ড নেই বলেই জানা যাচ্ছে পরিবার সূত্রে খবর, ওই প্রৌঢ় মেদিনীপুরে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে বিদেশ ফেরত কিছু লোকের সংস্পর্শে আসেন তিনি।ওই বিয়েবাড়িতে বিদেশ ফেরত কারা এসেছিলেন, সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে প্রশাসন।

লকডাউনে আসছে না গাড়ি, বিপাকে পানাগড়ের খাটাল মালিকরা

দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা রুখতে লকডাউন। আর তার জেরে ডেয়ারীর গাড়ী আসছে না দুধ কিনতে। ফলে উৎপাদন হলেও বিক্রি বন্ধ দুধ। মাথায় হাত পড়েছে পানাগড়ের খাটাল মালিকদের। প্রসঙ্গত, বিশ্ব মহামারী মারণ রোগ করোনা রুখতে ২১ দিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। বন্ধ যান চলাচল। একমাত্র অত্যাবশকীয় সামগ্রীর গাড়ী চলানোয় ছাড় রয়েছে। তারপর দুগ্ধ পরিবাহী গাড়ী আসছে না বলে অভিযোগ পানাগড় খাটাল মালিকদের। আর অভিযোগ গবাদি পশুর খাদ্য খড়ের গাড়ীও রাস্তায় আটকে দেওয়া হচ্ছে। তার জেরে সমস্যায় পড়েছে খাটাল মালিকরা। দুধ বিক্রিও লাটে উঠেছে।

জানা গেছে, কাঁকসা ও পানাগড়ে কমবেশী ৫০ টির মত খাটাল রয়েছে। খাটাল মালিক ত্রিভুন রায় জানান,' নিজস্ব ১০ টি মোষ রয়েছে। নিজের খাটাল ছাড়াও এলাকার প্রায় অধিকাংশ খাটালের দুধ আমার কাছে সংরক্ষনের জন্য দিয়ে যায়। দৈনিক প্রায় ৬০০-৭০০ কেজি দুধ সংগ্রহ হয়। আউশগ্রাম এলাকার একটি ডেয়ারী থেকে গাড়ীতে করে ওই দুধ নিয়ে যায়। সম্প্রতি লকডাউন ঘোষনা হতেই ওই গাড়ী আর আসছে না। গত দু দিন ওই পরিমান দুধ নষ্ট হচ্ছে। কারন এলাকায় চা দোকান বন্ধ, মিষ্টির দোকানে চাহিদা কমেছে। ফলে এলাকায় সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না।' তিনি আরও বলেন,' গবাদি পশুর খাবার নিয়ে সঙ্কটের মুখে। গবাদি পশুর খাবার দোকান বন্ধ। বাইরে থেকে খড়ের গাড়ী আনা যাচ্ছে না। মাঝপথে আটকে দিচ্ছে। গরু মোষের প্রয়োজনীয় খাবার না দিতে পারলে দুধের পরিমান কমে যাবে। আবার পরে পর্যাপ্ত খাবার পেলেও পুর্বের অবস্থায় দুধ তোলার পরিমান বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে চরম দুঃশিচন্তায় রয়েছি।' স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান,' প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। দুধের মতো অত্যাবশকীয় ডেয়ারী বন্ধ রয়েছে। ওই ডেয়ারী থেকে লকডাউনেও যাতে দুধ নিয়ে যায় তার ব্যাবস্থা করুক প্রশাসন। পাশাপাশি গবাদি পশু খাবার দোকান খোলা, ও খড়ের গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার আর্জি পুলিশে জানিয়েছি।' আউশগ্রাম-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হায়দার আলি জানান,' বিষয়টি খোঁজখবর নিয়েছি। লকডাউনে রাস্তায় পুলিশি ধরপাকড়ের ভয়ে ওই ডেয়ারীর কর্মীরা কাজে আসতে ভয় পেয়েছিল। ফলে তাদের দুধ সংগ্রহ করে প্রক্রিয়ার কাজ বন্ধ ছিল। তাদের কাজ শুরু করতে বলেছি। শুক্রবার থেকে আবারও কাজকর্ম তাদের স্বাভাবিক হবে।' এসিপি ট্রাফিক তথা এসিপি কাঁকসা শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত জানান,' অত্যাবশকীয় পন্যের দোকান খোলা রাখতে বলা হয়েছে। তার মধ্যে গবাদি পশুর খাবারের দোকানও রয়েছে। রাস্তা কোনরকম অত্যাবশকীয় খাদ্য সামগ্রী, গবাদি পশুর খাবারে গাড়ী আটকানো হচ্ছে না।'

ভেদাভেদ ভুলে মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে আর্জি 'আফসু'-র

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : দুর্দিনে কাঁটাতার জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, গায়ের রং ইত্যাদির ভেদাভেদ ভুলে মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে আবেদন জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (আফসু)।

এক বিবৃতিতে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, "আমরা সকলেই জানি গত কয়েকদিন ধরে বিশ্বজুড়ে কিরকম অস্থিরতা ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। বেড়েই চলেছে মৃত্যুর হার। আমাদের দেশেও করোনা তৃতীয় দফায় আছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ। সংক্রমণ হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মত জরুরী পরিকাঠামো আমাদের নেই। জীবনের সাথে মৃত্যুর এই অসম যুদ্ধে আমাদের একমাত্র কর্তব্য তাই সচেতন থাকা এবং মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। অথচ এই রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা চলছে। বিশেষত চিনের প্রতি তৈরি করা হচ্ছে ঘৃণা। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা জানতে পেরেছি। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী বাজার করতে গেলে তাদের করোনার রোগী সন্দেহ জিনিসপত্র দিতে অস্বীকার করেন দোকানদার। আফসু এই ধরনের ঘটনাকে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া বিভাজন সৃষ্টিকারি শক্তিগুলিকে ও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যকে তীব্র ধিক্কার জানাই এবং অনুরোধ করি মানবতার এই দুর্দিনে কাঁটাতার জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, গায়ের রং ইত্যাদির ভেদাভেদ ভুলে মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আমরা বিশ্বাস করি শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে যদি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হই, বিজ্ঞান মেনে চলি এবং সচেতন থাকি একমাত্র তাহলেই এই পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনও ঘটনা কারোর সাথে ঘটলে 'আফসু' সব রকম ভাবে তার বা তাদের সঙ্গে থাকবে।"

আবেদনপত্রে সই করেছেন সংগঠনের চেয়ারপার্সন তীর্ণা ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক শুভায়ন আচার্য মজুমদার এবং দিবা ও সান্ধ্য সম্পাদক যথাক্রমে শ্রেয়াসি ব্যানার্জি ও পৌষালী ভট্টাচার্য।

সোমবার থেকে ট্রপিক্যাল হাসপাতালে চালু হচ্ছে করোনার পরীক্ষা

কলকাতা, ২৬মার্চ (হি. স.) : আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকেই চালু হচ্ছে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালে করোনা সন্দেহভাজনদের লালারস নমুনার পরীক্ষা। ফলে রোগ নির্ণয় করা যাবে অনেক কম সময়ে এবং প্রয়োজনমতো চিকিৎসা শুরু হবে অতি দ্রুত। কিট তৈরীর কথা জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে।

আপাতত ট্রপিক্যাল হাসপাতালে এক হাজারটি নমুনা পরীক্ষা করার কিট প্রস্তুত রয়েছে। যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু সংকট দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। নমুনা গুলি পরীক্ষা করার পর সেগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য অপর একটি আধার কিটের প্রয়োজন হয়। সেই কিটের পোশাকি নাম "ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া" বা ভিটি এম। এই কিট রয়েছে আপাতত দেড়শটি। যাতে মাত্র দেড়শ জনের নমুনা সংরক্ষণ করা যাবে। আর এতেই আপাতত সমস্যায় পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

সূত্রের খবর মুম্বাইয়ের এক সংস্থা এই কিট যোগান দিত। কিন্তু লকডাউন এর সময় তারাও জানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে কিট যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ট্রপিকাল হাসপাতলে সোমবার থেকে নমুনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা শুরু হলেও সেগুলিকে সংরক্ষণ করা হবে কিভাবে।

প্রসঙ্গ, কোনও ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত কিনা তা জানতে পরীক্ষা করা হয় সেই ব্যক্তির লালারস। এই পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠাতে হয় নাইসেডে এবং সেই রিপোর্ট আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা বেশ সময় সাপেক্ষ।

তাই এবার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালে তৈরি হবে এই লালারস পরীক্ষা করার কিট। ফলে রোগ নির্ণয় করা যাবে অনেক কম সময়ে এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসা শুরু হবে অতি দ্রুত। হাসপাতাল সূত্রে খবর, নমুনা পরীক্ষা করার এই কিট তৈরি করার মেশিন রয়েছে ট্রপিক্যাল হাসপাতালে।

আগে এখানে এই যন্ত্র তৈরি হলেও মাঝখানে বন্ধ ছিল সেই কাজ তবে প্রয়োজন অনুভব করে ফের সেই কিট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই এই কিট তৈরি করার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে ট্রপিক্যাল। ট্রপিক্যালে এই কিট তৈরি হলে খুব দ্রুতই বিভিন্ন পরীক্ষিত নমুনার রিপোর্ট পাওয়া যাবে এবং প্রয়োজনমতো চিকিৎসা খুব দ্রুত শুরু করা যাবে। তবে সংরক্ষণের সমস্যা রয়েছে ।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্য জমিয়তে উলামা

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় মসজিদ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্থানে সতর্কতা ও সাবধানতা বজায় রাখার আবেদন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামা।

সংগঠনের সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম যৌথ প্রচারিত এক বিবৃতিতে এই আবেদন করেছেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি ক্বারী মোঃ ওসমান এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আর্জি তাঁরা জানিয়েছেন।

পাঁচ দফা সতর্কতায় তাঁরা লিখেছেন, নিজের প্রতিবেশী ও অসহায় মানুষ যাঁরা এই লকডাউনে খাওয়া-পড়ার অভাব বোধ করছেন, সাবধানে তাঁদের সহযোগিতা করা দরকার।দরিদ্রদের প্রতি দয়া, কৃপা ও ভাইরাসের ক্ষতি থেকে জগৎকে নিরাপদ রাখার আবেদন করা হয়েছে। মসজিদে ঢোকার আগে জীবাণুনাশক সাবান হাত ধুয়ে এবং বাড়ি থেকে 'অজু গোসল করে' জুমার নামাজ সহ অন্যান্য নামাজে অংশ নিতে বলা হয়েছে। মসজিদে এসে ইমাম সাহেবের 'খুতবা পাঠ' এবং পরে বাড়ি গিয়ে 'সুন্নত নফল' পড়া,ভালো শরীর স্বাস্থ্য এবং ঘরবাড়ির পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ নজর রাখা এবং সন্দেহযুক্ত রোগীদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সতর্কতাঃ শ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই আবেদনে।

করোনা-রোধে সক্রিয় করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন, লকডাউনের সুযোগে লুণ্ঠিত ক্রেতা-জনতা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে গোটা বিশ্বে হাড় হিম করা এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিনই সমগ্র বিশ্ব সহ ভারতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব। দক্ষিণ অসেমর করিমগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও এই জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের কোনও খবর নেই, তবুও জেলাবাসী এ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন যেমন সক্রিয় রয়েছে, তেমনি জে

বিশ্বজুড়ে ৩০০ কোটি মানুষকে লকডাউনে পাঠিয়েছে করোনাভাইরাস

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): অতিমহামারী করোনাভাইরাস লকডাউনে পাঠিয়েছে এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষকে। তিন মাস আগে চিনের হুবেই প্রদেশের উহান থেকে ভাইরাসটি ছড়াতে শুরু করেছিল কভিড-১৯। এরই মধ্যে কভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ পেরিয়ে গেছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২১ হাজার।

চারদিকে আতঙ্ক ছড়ানো এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, একটি সমন্বিত বৈশ্বিক প্রচেষ্টাই শুধু পারে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের প্রকোপ থামাতে পারে।সেইমত করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেওয়া কঠোর ও আগ্রাসী পদক্ষেপের কারণে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ এখন লকডাউনে আছেন।যার ফলে এসব এলাকার মানুষের চলাচল যেমন সীমিত হয়েছে। তেমনি রাশ পড়েছে দৈনন্দিন জীবনব্যবস্থায়।

ইতালির পর স্পেনেও কভিড-১৯ এ মৃত্যুর সংখ্যা চিনকে ছাড়িয়েছে। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে মৃতের সংখ্যা হাজারের ঘর অতিক্রম করে দেড় হাজারের দিকে ছুটছে। আক্রান্তের সংখ্যায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মৃত্যুর সংখ্যায় হাজারের ঘর ছাড়ানো আরেকটি দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী বিশ্বের অন্তত ৮২টি দেশ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক লকডাউন ঘোষণা করেছে।যার ফলে প্রায় তিনশ কোটি মানুষ ঘরেই আটকে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের দেশ ভারতেরই ১৩০ কোটি মানুষ গৃহবন্দি। ২৪ মার্চ ২১ দিনের জন্য লকডাউনের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার কভিড-১৯ এ আক্রান্ত আরও দুই রোগীর মৃত্যুর পর রাশিয়াও লকডাউনের পথ ধরতে যাচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামী সপ্তাহের সব কার্যদিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন, সংবিধান সংশোধনের গণভোট স্থগিত করেছেন। মানুষজনকে কর্তৃপক্ষের দেওয়া নির্দেশ মেনে চলারও অনুরোধ করেছেন তিনি।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকায় বিপাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সবচেয়ে বড় অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়াসহ দেশটির ১৬ কোটিরও বেশি মানুষকে ঘরবন্দি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যেও আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। বুধবার ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রিন্স চার্লসের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অবশ্য তার সংক্রমণ মৃদু বলে কর্মকর্তারা আশ্বস্ত করেছেন।

স্পেনে একদিনে ৭৩৮ জনের মৃত্যুর পর দেশটিতে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা তিন হাজার ৪০০ অতিক্রম করেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় চিকিৎসা উপকরণ কিনতে দেশটি বেইজিংয়ের সঙ্গে ৪৬ কোটি ৭০ লাখ ডলারের একটি চুক্তিও করেছে।

ইতালিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা শেষ খবর পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৫০৩ জনে। ফ্রান্স করোনাভাইরাসে বুধবার নতুন আরও ২৩১ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা এক হাজার ৩০০ পেরিয়েছে। সংক্রমণ ঠেকাতে প্যারিসে মেট্রো ও রেল চলাচল সীমিত করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাতেও ছড়িয়ে পড়ছে। ইরানে মৃতের সংখ্যা দুই হাজার পেরিয়েছে। আফ্রিকার মালি তাদের দেশে প্রথম কভিড-১৯ রোগীর সন্ধান পাওয়ার কথা জানিয়েছে। সংক্রমণ রুখতে মহাদেশটির বেশ কয়েকটি দেশ জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

চলতি বছরের অলিম্পিক স্থগিত রাখা জাপানের রাজধানী টোকিওর গভর্নর করোনাভাইরাসের বিস্ফোরণ ঠেকাতে বাসিন্দাদের সপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ঘরেই থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার ও মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ জনে দাঁড়ানোর পর ইসরায়েলেও নাগরিকদের চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জেরুজালেমের চার্চ অব হোলি সেপুলক্রে। করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হতে যাচ্ছে, তা এক দশক আগের মন্দার চেয়েও ভয়াবহ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

সংকট মোকাবেলায় বিশ্ব কী পদক্ষেপ নেবে, তা ঠিক করতে বৃহস্পতিবার জি-২০ দেশগুলো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে। বৈঠক করতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা ২৭ দেশও।

করোনা নিয়ে কার্ফুর মধ্যেও বৃহস্পতিবার স্বাভাবিক ছিল বাজার হাট। ছবি- নিজস্ব।

বৃহস্পতিবার জনৈকা ব্যাঙ্ক কর্মী তাঁর এক মাসের বেতন তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ৩,২৮৭, স্পেনে মৃত ৩,৪৩৪

বেজিং ও মাদ্রিদ, ২৬ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। ৬ জনেরই মৃত্যু হয়েছে মারণ ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হুবেই প্রদেশে। নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ৩ হাজার ২৮৭-তে গিয়ে ঠেকেছে। মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত থাকলেও, সংক্রমণের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেকটাই কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিনে ৬৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সে দেশের ন্যাশনাল হেল্থ কমিশন। সমগ্র চিনে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,২৮৫।

কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণে, মৃত্যুর নিরিখে চিনকেও এবার পিছনে ফেলল স্পেন। স্পেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় নভেল করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৩৮ জনের। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত স্পেনে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩, ৪৩৪-এ গিয়ে ঠেকেছে। স্পেনে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭,৬১০ জন।

অত্যাবশ্যক পণ্যের দোকান ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি. স.): লক ডাউন হওয়ার পর থেকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য রাজধানী দিল্লির বুকে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। এমন পরিস্থিতিতে ভিড় কম করার জন্য ২৪ ঘণ্টার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি প্রশাসন।

বৃহস্পতি বার উপ রাজ্যপাল অনিল বৈজাল জানিয়েছেন, ভিড় এবং হুরুহুরি এড়ানোর জন্য অত্যাবশ্যক পণ্যের দোকান ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহকারীরা কাজ চালিয়ে যাবে। যে সকল ই কমার্স কোম্পানি রাজধানী র বুকে কাজ চালিয়ে যেতে চান তাদের তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে পুলিশ।.

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরওয়াল। তিনি সাংবাদিক দের বলেন, রাজধানীতে করোনায় আক্রান্ত ৩৬। এদের মধ্যে ২৬ জন বিদেশ থেকে এসেছিল

তাদের থেকে সংক্রমণ ছড়ায় আরো ১০ জনের শরীরে।

আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,০৪২, জার্মানিতে মৃত্যু ১৯৮ জনের

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৪১। মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নিউইয়র্ক সিটিতে। জোন্স হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমেরিকায় মারণ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ১,০৪১-এ পৌঁছেছে। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২৮০ জন, কিং কাউন্টি ও ওয়াশিংটনে ১০০ জন। আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮,৯৬০।

জার্মানিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৯৫ জন। নতুন করে ৪, ৯৯৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,৫০৮-এ পৌঁছেছে। জার্মানিতে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৯৮-এ।

থাইল্যান্ডে আক্রান্তের সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়েছে। থাইল্যান্ডে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১১১ জন। আক্রান্তের সংখ্যা ১, ০৪৫-এ পৌঁছেছে।

দিল্লিতে বাড়ছে সংক্রমণ, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত বেড়ে ৩৬

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে হুহু করে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। দিল্লিতে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬-এ গিয়ে ঠেকেছে। দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬ জন। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন একজন মহল্লা ক্লিনিক ডাক্তার এবং আরও ৪ জন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন, সৌদি আরব থেকে ফিরে আসা একজন মহিলার সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন ডাক্তার এবং আরও ৪ জন। চিকিৎসকের স্ত্রী এবং মেয়েও সংক্রমিত। সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, ওই মহল্লা চিকিৎসকের সংস্পর্শে এসে ৮০০ জনকে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টইনে রাখা হয়েছে।

কোভিড-১৯ : আরও দু"জন আক্রান্ত, মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ১২৪

মুম্বই, ২৬ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও দু"জন। নতুন করে দু"জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৪-তে পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত দু"জনের মধ্যে একজন আক্রান্ত হয়েছেন মুম্বইয়ে এবং অপরজন থানে-তে।

বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১২৪ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। মুম্বইয়ে নতুন করে একজন সংক্রমিত হয়েছেন এবং থানে-তে একজন।

কোভিড-১৯ : প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি টাকা দান করার সিদ্ধান্ত পবন কল্যাণের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসের আতঙ্কে এই মুহূর্তে ত্রস্ত গোটা ভারত। ২১ দিনের জন্য ভারতে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। তা সত্বেও সংক্রমণ ও মৃত্যু থামছেই না। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন অভিনেতা তথা জন সেনা প্রধান পবন কল্যাণ।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল ছাড়াও, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেছেন পবন কল্যাণ। মহামারী করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পবন কল্যাণ।

১৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি মমতার

কলকাতা, ২৬মার্চ (হি. স.): লকডাউন এর জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে রয়েছে বাংলার শ্রমিকরা। সেই শ্রমিকদের যথাযোগ্য খেয়াল রাখতে বলে সংশ্লিষ্ট ১৮ টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে যোগাযোগ করবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব এমনটাও জানান মমতা।

করোনা আতঙ্কের জেরে দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। যা চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত করা সমস্যার। ফলে কাজের সূত্রে যাওয়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছে এ রাজ্যের শ্রমিকরা। এই কথা জানিয়ে এবং তাদের যথাযোগ্য খেয়াল রাখতে বলে ১৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বৃহস্পতিবার চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে মমতা লেখেন, 'লক ডাউন এর জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছে বাংলার শ্রমিকরা। এমনকি আপনার রাজ্যে শ্রমিকরাও আমাদের রাজ্যে আটকে পড়েছে। আপনি দয়া করে সেই আটকে পড়া শ্রমিকদের খাদ্য, বাসস্থান এবং চিকিৎসার খেয়াল রাখবেন।' আটকে পড়া শ্রমিকরা দলে ৫০ থেকে ১০০ জন আছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্থানীয় প্রশাসন যেন তাদের খুঁজে বার করে যথাযোগ্য পরিষেবা দেয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, এই রাজ্যে যে সমস্ত ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা আটকে পড়েছে তাদের খেয়াল রাখবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের মুখ্য সচিব বিস্তারিত তথ্য

পাচের পাতায়

চলচ্চিত্র জগতে বিরাট ক্ষতি, প্রয়াত বলিউডের অন্যতম সেরা নায়িকা নিম্মি

মুম্বই, ২৬ মার্চ (হি.স.): ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হলিউডি নায়কের চুম্বন, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন "আমি একজন ভারতীয় মহিলা।" বলিউডের সেরা নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম নিম্মি (নবাব বানু) প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নিম্মি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নিম্মি ওরফে নবাব বানু। শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার কারণে বুধবার মুম্বইয়ের শহরতলি জুহুর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অভিনেত্রী নিম্মিকে। বুধবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ২০০৭ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একাই থাকেন অশীতিপর নিম্মি। এবার তিনিও না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

নবাব বানুর জন্ম ১৯৩৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। অবিভক্ত ভারতের আগরায়। তাঁর মা ওয়াহিদা ছিলেন গায়িকা। হিন্দি সিনেমায় অভিনয়ও করেছিলেন। পরিচালক-প্রযোজক মেহবুব খান ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন ওয়াহিদা। তাঁর স্বামী আবদুল হাকিম ছিলেন সেনাবাহিনীর ঠিকাদার। মেয়ের জন্মের পরে ওয়াহিদার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্কের অবনতি হয়। একসময় স্ত্রী ওয়াহিদা এবং মেয়ে নবাবকে আগরায় ছেড়ে মেরঠে নতুন সংসার শুরু করেন আবদুল হাকিম। একাই নবাবকে বড় করছিলেন তাঁর মা। হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় তাঁর যুদ্ধ। নবাবের যখন এগারো বছর বয়স, মারা যান ওয়াহিদা।

পরবর্তীকালে নবাবের পাশে দাঁড়ান মেহবুব খান। তখন তাঁর ছবি 'আন্দাজ'-এর শুটিং চলছিল। সেটে তিনি ডাকেন নবাবকে। কারণ তিনি শুনেছিলেন মায়ের মতো ওয়াহিদার মেয়েরও অভিনয়ের ঝোঁক আছে। স্টুডিয়োর সেটে পঞ্চদশী নবাবকে তখন দেখেন রাজ কপূর। তিনি তখন তাঁর ছবি 'বরসাত'-এর জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী খুঁজছিলেন।

নবাবের মুখ ভাল লেগে যায় রাজ কপূরের। তিনি নবাবকে সুযোগ দেন সেই ছবিতে। প্রেম নাথের বিপরীতে এক পাহাড়ি মেষপালিকার চরিত্রে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাঁকাতে হয়নি নিম্মিকে। রাজ কপূরের সঙ্গে 'বাঁবরা', দেব আনন্দের বিপরীতে 'সাজা', 'আঁধিয়াঁ' ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। সবথেকে জনপ্রিয় ছিল দিলীপ কুমার-নিম্মি জুটি। তাঁদের জুটির 'দিদার' এবং 'দাগ' সুপারহিট ছবি ছিল পঞ্চাশের দশকে। ১৯৫২ সালে মুক্তি পায় মেহবুব খানের বড় বাজেটের ছবি 'আন'। দিলীপ কুমার, প্রেম নাথের পাশাপাশি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন নিম্মি।

বিদেশেও সমাদৃত হয় 'আন'। মুক্তি পেয়েছিল এর ইংরেজি সংস্করণও। ছবি প্রদর্শন উপলক্ষে লন্ডনে গিয়েছিলেন নিম্মি। সেখানকার একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম আলাপের পরে নিম্মির হাতে সৌজন্য-চুম্বন করতে গিয়েছিলেন মার্কিন অভিনেতা এরল ফ্লিন। দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন নিম্মি। বলেছিলেন, তিনি একজন ভারতীয় মহিলা। নিম্মির দু'টি উল্লেখযোগ্য ছবি 'বসন্ত বাহার' এবং 'ভাই ভাই' মুক্তি পায় ১৯৫৬ সালে। তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'আলিফ লায়লা', 'কুন্দন', 'চার প্যায়সে', 'রাজধানী', 'অঙ্গুলিমাল', 'মেরে মেহবুব', 'ডাল মে কালা' এবং 'আকাশদীপ'।

কোভিড-১৯ : মুম্বইয়ে করোনা সংক্রমিত বৃদ্ধার মৃত্যু, মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত বেড়ে ১২৪

মুম্বই, ২৬ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ফের মৃত্যু। এবার প্রাণ হারালেন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত বছর ৬৫-র একজন বৃদ্ধা। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও দু"জন। নতুন করে দু"জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৪-তে পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত দু"জনের মধ্যে একজন আক্রান্ত হয়েছেন মুম্বইয়ে এবং অপরজন থানে-তে।

বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত বছর ৬৫-র একজন বৃদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। রাজ্যে মোট ১২৪ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। মুম্বইয়ে নতুন করে একজন সংক্রমিত হয়েছেন এবং থানে-তে একজন।

দুধ কিনতে। সেই সময় কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা তাঁর পথ আটকায়। হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ রাজ মুখোপাধ্যায় অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ওই ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এর তিনি মধ্যে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন তাতেই গুরুতম জখম হন। পুলিশ লাঠি চালায়নি।

কোনও দেশবাসী অভুক্ত থাকবে না, দাবি জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি,২৬ মার্চ(হি. স.): গরিবদের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। তার কথায় কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের ফলে উপকৃত হবেন সমাজের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা। পাশাপশি কৃষকেরাও এতে লাভবান হবে। বৃহস্পতিবার বিজেপি সভাপতি বলেন প্রধামন্ত্রীর এই ঘোষণা সংকটজনক পরিস্থিতিতে বড়ো স্বস্তি দিল।এর ফলে কোনও দেশবাসী না খেতে পেয়ে ঘুমতে যাবে না ।এদিন টুইট করে তিনি লেখেন ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ তিন মাসের জন্য পাঁচ কিলো করে বাড়তি চাল ও গম পাবে। এমনকি এক কেজি করে ডালও তারা পাবে। সরাসরি আর্থিক সহযোগিতার ফলে উপকৃত হবে কৃষক, সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ ও প্রবীণ নাগরিকরা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, সমাজের গরিবদের জন্য প্রশাসন যে কতটা সচেতন এই ঘোষণা থেকে তারই পরিচয় পাওয়া গেল। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রশাসন গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। করোনাভাইরাস থেকে শীঘ্র মুক্তি পাবে দেশবাসী।

ক্রমশই বাড়ছে আতঙ্ক! শ্রীনগরে মৃত্যু করোনায় সংক্রমিত বৃদ্ধর

শ্রীনগর, ২৬ মার্চ (হি.স.): ক্রমশই বাড়ছে আতঙ্ক! লকডাউন লাগু করা হয়েছে সমগ্র দেশে, তাও মৃত্যু ও সংক্রমণ থামছেই না। মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভারতে ফের মৃত্যু! এবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রাণ হারালেন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত একজন বৃদ্ধ। ওই বৃদ্ধর বয়স ৮৫ বছর। ওই বৃদ্ধর সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৪ জন। শ্রীনগরের হায়দারপোরায় নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর ভারতে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩।

বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (প্ল্যানিং কমিশন) রোহিত কানসাল জানিয়েছেন, বুধবার শ্রীনগরের হায়দারপোরায় মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত একজন বৃদ্ধর। ওই বৃদ্ধর সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৪ জন। সংক্রমিত প্রত্যেককে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে হল ২০

ভোপাল, ২৬ মার্চ (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশে বৃহস্পতিবার করোনায় নতুন করে আক্রান্ত পাঁচ জন। সব মিলিয়ে এখন রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২০। আক্রান্তদের মধ্যে দুইজন মহিলা বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভোপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র, শিবপুরে কার্ফু জারি হয়েছে। গোষ্ঠী সংক্রমণ রোখার জন্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে প্রশাসন।

উল্লেখ করা করোনা ভাইরাস রোখাই যে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। পাশাপশি নতুন করে যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

গুজরাটে করোনায় আক্রান্ত সংক্রমিত বেড়ে ৪৩, মৃত্যু ৩ জনের

আহমেদাবাদ, ২৬ মার্চ (হি.স.): গুজরাটে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৫ জন। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত গুজরাটে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৩। প্রত্যেককেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

গুজরাটের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বাস্থ্য) জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, গুজরাটে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৩। গুজরাটে আবার মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, গুজরাটে ৮৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা এবং ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অসম সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে, বলেছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

শিলচর (অসম), ২৬ মার্চ (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য মিজোরাম এবং মণিপুরে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এ এক মহিলা-সহ দুজন আক্রান্তের ঘটনায় অসম সরকার দুর্যোগে মোকাবিলায় বড় ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগ রূপায়ণে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন, আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিনের মধ্যে গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়াম এবং নেহরু স্টেডিয়ামে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

একই সঙ্গে কাছাড় জেলা সদর শিলচর ডিএসএ স্টেডিয়ামে অস্থায়ীভাবে একটি মেইক শিফট হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী জানান, শিলচর ডিএসএ স্টেডিয়ামে প্রস্তাবিত মেইক শিফট হাসপাতাল তৈরির ক্ষেত্রে সেনা বাহিনী ও আসাম রাইফেলস-এর সহযোগিতা নেবে সরকার। জেলা প্রশাসন এবং দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর ইতিমধ্যে আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ এবং সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করেছে। এছাড়া শুধু দুটি স্টেডিয়াম নয় প্রস্তুতি চলছে আরও অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরিরও। সে জন্য রাজ্যের প্রায় সবকটি বড় মাঠ ও স্টেডিয়াম অধিগ্রহণ করেছে অসম সরকার।

তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত কেউ নেই। তবে যদি সংক্রমণের পরিস্থিতি দেখা দেয় এর জন্য রাজ্য সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও কাজে লাগাবে। করোনা আক্রান্ত রোগীদের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হবে এবং এখানের রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের খরচায় সেখানে তাঁদের চিকিৎসা করানো হবে। এর জন্য অসম সরকার মউ করতে চলেছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন।

আরও জানান, চিকিৎসকের অভাবে যাতে রাজ্যে হাহাকার সৃষ্টি না হয় এর জন্যও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কীভাবে এত ডাক্তার-নার্সের যোগান করা হবে?

এর জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, যেহেতু হাসপাতালে একসঙ্গে সাতদিন ডিউটি করার পর ১৪দিন ছুটি দিতে হয়, তাই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চিকিৎসক ও নার্সের অভাব মেটাতে এমবিবিএস এবং বিএসসি নার্সিংয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়াদেরও কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে লাগানো হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। এই মহামারির মোকাবিলার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কারণ একবার তা ছড়াতে শুরু করলে মহাবিনাশের সম্মুখিন হতে হবে সকলের। এই সংকট থেকে একমাত্র জনসাধারণই রক্ষা করতে পারেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং নিজেদের ঘরে থেকে। রাজ্যবাসীর কাছে এই সংকট মুহূর্তে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বৃহস্পতিবার করোনা নিয়ে লকডাউনে আগরতলা পুর নিগম থেকে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটি মহানগরে দোকান খোলার সময় নির্ধারণ জেলা প্রশাসনের

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : মারণ রোগ নোভেল করোনা ভাইরাস ঠেকাতে কামরূপ মহানগর জেলায় লকডাউনের দিনগুলিতে দোকান খোলার সময়সীমা ঠিক করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) থেকে কার্যকর হয়েছে এই নির্দেশনা।

মহানগর জেলা প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, গুয়াহাটি মহানগরে পাইকারি দোকানগুলো সকাল ৮-টা থেকে বিকেল ৪-টে পর্যন্ত খোলা যাবে। তাছাড়া, খুচরো ব্যবসায়ীরা সকাল ৯-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত তাঁদের দোকান খোলা রাখবেন। সুলভ মূল্যের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং মল (শুধু মাত্র মুদি সামগ্রী)-এর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য। দোকানপাট কিছুক্ষণ পর পর পরিষ্কার করে রাখা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় দোকানের কর্মচারী এবং গ্রাহকের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে লকডাউনের সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা চালিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। অসমে এখনও পর্যন্ত একজনও করোনা আক্রান্ত রোগী ধরা পরেনি। তবে সারা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৯-এ পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে নোভেল করোনা ভাইরাস ঠেকাতে সারা দেশে ২১ দিন লকডাউন ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক দেশবাসীকে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে ঘরে থেকে সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুধু চিকিৎসা হবে করোনাক্রান্তদের, জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

শিলচর (অসম), ২৬ মার্চ (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুধু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা হবে। বৃহস্পতিবার ঝটিকা সফরে এসে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে কাছাড়-সহ গোটা বরাক উপত্যকার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ একদিনের শিলচর সফরে আসেন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি এখানে এসে বরাক উপত্যকা এবং সংলগ্ন এলাকার রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রসঙ্গত বরাক কিংবা অসমে এখনও কোনও করোনা ভাইরাস আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। তবু আগাম ব্যবস্থা হিসেবে গোটা রাজ্যের ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ছুটে বেড়াচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া এবং এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে গৃহীত প্রস্তুতির খতিয়ান নিতে গুয়াহাটি থেকে সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে এসে সোজা চলে যান ঘুংগুরে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এ। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, আইসিইউগুলি পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাইয়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের আবগারি ও মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর, সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, শিলচরের বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, বরাকের তিন জেলা কাছাড়-করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির জেলাশাসকগণ-সহ স্বাস্থ্য দফতরের পদস্থ আধিকারিক, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল বেজবরুয়ার সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সিদ্ধান্ত নেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে কেবলমাত্র করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হবে। এছাড়া চর্মরোগ, মনোরোগ, ইএনটি, চোখ ইত্যাদি এসএমসিএইচ-এর বিভিন্ন বিভাগকে সতীন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত মামলার মোকাবিলায় এসএমসিএইচ-এই ব্যবস্থা করা হবে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এসএমসিএইচ-এর অন্য রোগীদের চিকৎসা হবে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস-এর চূড়ান্ত বর্ষের শিক্ষার্থীদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত মামলাগুলি মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই খবর জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জানান, এসএমসিএইচ-এ এখন পর্যন্ত দুই ব্যক্তির মেডিক্যাল টেস্ট এবং যাবতীয় স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তাদের সকলের রেজাল্ট নেগেটিভ বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বৃহস্পতিবার পাঁচ ব্যক্তির স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। এখনও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তিনি আরও জানান, পার্শবর্তী রাজ্য মিজোরাম, মণিপুরে একজন করে করোনায় সংক্রমিত হওয়ায় অসমও পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

তিনি জানান, অসমে করোনা হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। প্রথমে মেডিক্যাল কলেজগুলিকে পর্যায়ক্রমে করোনা হাসপাতালে রূপান্তর করছে রাজ্য সরকার। চিকিৎসক বাড়ানোর জন্য পিজি ছাত্রদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দুই উপত্যকার বড় তিন স্টেডিয়ামে কোয়েরান্টাইন কেন্দ্র তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া অন্য রোগীদের চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে মউ চুক্তি হবে। প্রসঙ্গক্রমে করোনা ভাইরাসের শৃঙ্খল ভাঙতে দেশব্যাপী লকডাউন-এর সরকারি নির্দেশনা সকলকে অনুসরণ করার জন্য আবেদন জানান ড় হিমন্তবিশ্ব।

নয়াদিল্লিতে মণিপুরের তরুণীকে হেনস্তার দায়ে গ্রেফতার অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : মণিপুরের জনৈক তরুণীর মুখে পানের পিক ছুঁড়ে মারা এবং তাঁকে 'করোনা' বলে ব্যঙ্গ করে উত্ত্যক্ত করার অপরাধে অবশেষে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবার বিজয়নগর থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল তাকে সন্দেহের বশে আটক করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট ধারা বলে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে ধৃতের নাম প্রকাশে গররাজি থানা কর্তৃপক্ষ।

গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী আহূত ১৪ ঘণ্টার 'জনতা কার্ফু'র দিন রাত সাড়ে ৯-টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছিল। এদিন সকাল ৭-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত ছিল 'জনতা কার্ফু'। কার্ফু শেষ হওয়ার আধঘণ্টা পর দিল্লির বিজয়নগর এলাকায় মুদির দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে হস্টেল থেকে সঙ্গীদের নিয়ে বের হয়েছিলেন ২৩ বছরের তরুণী। তখন বাইক আরোহী জনৈত ব্যক্তি তাদের পথরুদ্ধ করে 'করোনা ভাইরাস' বলে ব্যঙ্গ করে উত্ত্যক্ত করছিল। এতে তরুণীটি রেগে গেলে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি তাঁর মুখে পিক ছুঁড়ে মারে। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে নিন্দার ঝড় ওঠে। এমন-কি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং অসমের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের নজরে পড়েছে ঘটনাটি। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল শীঘ্র অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পুলিশের কাছে জোড়ালো দাবি তুলেছিলেন।

অসমের কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ তাঁর ফেসবুক পেজে এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'করোনা ভাইরাসের প্রকোপে গত কয়েকদিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের দিল্লি এবং অন্যান্য প্রান্তে বর্ণ বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আশা করি আমাদের শিক্ষিত সমাজের হস্তক্ষেপে এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।'

এর আগে উত্তরপূর্বীয়দের দিশের বিভিন্ন প্রান্তে 'মোমোজ', 'চাউমিন' অথবা 'নেপালি' বলে খ্যাপিয়ে উত্ত্যক্ত করত এতাংশ বিকৃতমনস্ক মানুষ। এবার নোভেল করানো ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এই সমস্যা আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকজন দেখলেই 'করোনা ভাইরাস' বলে খ্যাপিয়ে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে। এখানেই না থেমে উত্তরপূর্বীয়দের নিয়ে হাস্যকর ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজুও এ ধরনের ঘটনাবলির কথা শুনেছেন। এ সব ঘটনাকে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বলে সমালোচনা করেছেন খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু। সম্প্রতি তিনি তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে যা সংস্কৃতির অভাব এবং মূর্খতার পরিচয়ই তুলে ধরা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নর্থ-ইস্ট ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, টুইটে লিখেছেন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

এদিকে মণিপুর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাইখাম শিংখেই সংগঠিত ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার এখানে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে শাইখম বলেন, 'এ টা আর কিছু নয়, উত্তরপূর্বীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য। এ ধরনের ঘটনা আগেও সংগঠিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তবে ইদানীংকালে তা একটু বেশি হচ্ছে। গতকাল আমি বাজারে যাচ্ছিলাম, একটি ছোট ছেলে আমাকে 'করোনা' বলে ব্যঙ্গ করেছে।'

তিনি আরও বলেন, ''দেশের বিভিন্ন জায়গায় যখন কোরিয়া, চিন, থাইল্যান্ড থেকে মানুষজন আসেন, তখন তাদের বলা হয় 'ওহ এঁরা তো বিদেশি।' অথচ উত্তরপূর্বীয়দের বেলায় আমাদের কত ধরনের মন্তব্য হজম করতে হয়। উত্তরপূর্বীয়দের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়।'' অভিযোগ তুলেন মণিপুরি ছাত্র নেতা শাইখাম।

শাইখাম শিংখেইয়ের বক্তব্য, এমনিতে তাঁদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অভাব অভিযোগ আসছে। বহু মণিপুরের তরুণ-তরুণীকে এখানকার বাড়িওয়ালারা বাড়ি ছাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। করোনার প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাঁদের সমস্যা যেন আরও বেড়ে গেছে। বিষয়টি মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর নজরে নেওয়া হয়েছে। তিনি সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট বলে জানান শিংখেই।

করোনা মোকাবিলায় অর্থ সাহায্য রবি শংকর প্রসাদের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ।

নিজের সাংসদ তহবিল থেকে এক কোটি টাকা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনকে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন যে তার এমপি লেডের ফান্ড থেকে এক কোটি টাকা করোনা মোকাবিলায় জন্য তিনি প্রশাসনকে দান করবেন এই অর্থ পাটনা জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দান করা অর্থ সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা সেটার ওপর নজরদারি চালানো হবে। এদিন সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্পগুলোর ঘোষণা করেছেন তার প্রশংসা করে রবিশংকর প্রসাদ বলেন, এর থেকে উপকৃত হবে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মীদের চিকিৎসকদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার যে স্বাস্থ্যবীমা ধার্য করা হয়েছে তার প্রশংসা করেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা।

প্রশাসনকে সহায়তা না করলে গোষ্ঠী সংক্রমণ বাড়বে, দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি. স.): করোনা ভাইরাস রোধে জনগণের একান্ত সহযোগিতা চাইলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লভ আগারওয়াল। জনগণ যদি প্রশাসনকে সহায়তা না করে তবে ভারতে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন তৈরি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই বর্ষীয়ান আমলা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লভ আগরওয়াল বলেন, নির্দেশিকা অনুসারে কাজ না করলে এবং জনগণ যদি সরকারকে সহায়তা না করে তবে ভারতে করোনা র গোষ্ঠী সংক্রমন তৈরি হবে ফলে করোনা রোধে প্রশাসন এবং জনগণকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন গোটা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৯। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে গোটা দেশে ২১দিনের লকডাউন চলছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহের পরিস্থিতি দেখতে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি. স.) : ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চলার সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিস্থিতি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে নজরে রাখা হবে। বৃহস্পতিবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এ খবর জানিয়ে বলেছে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের শিল্প বিকাশ ও অভ্যন্তরীন বাণিজ্য দফতর (ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড ইন্টারন্যাল ট্রেড- ডিপিআইআইটি) এই নিয়ন্ত্রণকক্ষ খুলেছে। এছাড়া এই সময় নির্মাতা, পরিবহন, বন্টন, পাইকারি ও ই-কমার্সের মত সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবে, সেগুলি দফতরের নিয়ন্ত্রণকক্ষে তাঁরা জানাতে পারবেন। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ফোন নম্বর হল ৯১-১১-২৩০৬-২৪৮৭। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত এই নম্বরে ফোন করে সমস্যা জানানো যাবে। ইমেল ঠিকানাতেও সমস্যা জানান সম্ভব। ডিপিআইআইটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, জেলা ও পুলিশ প্রশাসন সহ অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে উদ্ভুত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যোগাযোগ করবে।

করোনা-রোধে যুদ্ধসদৃশ তৎপর অসম, রাতারাতি তৈরি হচ্ছে ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট কোয়ারান্টাইন কেন্দ্র

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণ অসমে যাতে বিস্তৃত হতে না পারে সেজন্য যুদ্ধসদৃশ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। সন্দেহজনক কোনও সংক্রমিত ব্যক্তিকে নিরীক্ষণের আওতায় রাখতে রাতারাতি তৈরি করা হচ্ছে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট অস্থায়ী কোয়ারান্টাইন কেন্দ্র। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটির সরুসজাইয়ে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নির্মীয়মাণ অস্থায়ী কোয়ারান্টাইন কেন্দ্রের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১০টায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট আধিকাকিরদের সঙ্গে নিয়ে সরুসজাইয়ে নির্মীয়মাণ কোয়ারান্টাইন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসমে করোনা-১৯ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে তার তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী। জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই কেনী নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখানে সন্দেহভাজন করোনাক্রান্তদের জন্য ল্যাট্রিন, বাথরুম সব কিছুর উন্নত সুবিধা থাকবে। গোটা কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন মন্ত্রী। বলেন, প্রথম দফায় ২০০টি ল্যাট্রিন ও বাথরুম তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে রোগীদের কক্ষের সঙ্গে আলাদা করে একেকটি করে ল্যাট্রিন বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে।

কথা প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন ড় শর্মা। তিনি বলেন, গোটা দেশের সঙ্গে অসমে করোনা ভাইরাস যাতে প্রবেশ না করে তার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সতর্কতা। মন্ত্রী এক এক করে জানান, এ মুহূর্তে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কেবল করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা চলবে। এ জন্য নতুন ৩০টি আইসিইউ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে, মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে (সরকারি) ব্যবস্থা করা হয়েছে

তিনের পাতায়

নিজেদের পরিবেশকে করোনামুক্ত করতে রোবট ব্যবহার করেছে চিন

বেজিং, ২৬ মার্চ (হি. স.) : নিজেদের পরিবেশকে করোনামুক্ত করতে ওষুধ বা কীটনাশক নয়, রোবটের ব্যবহার শুরু করেছে চিন। কথা বলা সেই রোবট করোনার জীবাণু ধ্বংস করছে মাত্র কুড়ি মিনিটে।

চিনের বিভিন্ন হাসপাতালে ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে সেই ইউভিডি রোবট। এটি মূলত একটি লাইট রোবট। জীবাণুনাশক আলোকরশ্মির সাহায্যেই এই রোবট করোনাভাইরাসের ছড়ানো আটকাচ্ছে।

ইউভিডি রোবটসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইমন এলিসন বলেছেন, উহান থেকে এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও পৌঁছে গেছে রোবটটি। ইতালি এটিকেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। আমরা সবাইকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত।

ডেনমার্কের ওডেনসেই শহরে তৈরি হচ্ছে ইউভিডি রোবট। ব্লু ওশান রোবোটিক্স কোম্পানি এটির প্রস্তুতকারক। উচ্চ আলোকশক্তিসম্পন্ন ইউভিডি রোবট করোনাভাইরাস ধ্বংস করতে পারে কি না তা নিয়ে এখনও পরীক্ষা চলছে। তবে এটি যে বহু মারণ ভাইরাস মারতে পারে তা প্রমাণিত। আটটি বাল্বের সমন্বয়ে তৈরি এই রোবট থেকে ইউভি-সি আল্ট্রাভায়োলেট আলো নির্গত হয়।

কোনও জায়গায় জনমানবশূন্য করে এই রোবট আলো বিকিরণ শুরু করে। এই রোবটের মূল্য ৬৭ হাজার মার্কিন ডলার। মার্স এবং সার্স ভাইরাসের সঙ্গে করোনাভাইরাসের অনেক মিল। তাই এই রোবট করোন মোকাবিলায় কার্যকরী হবে বলে মনে করছে প্রস্তুতকারক সংস্থা ব্লু ওশান রোবোটিক্স কোম্পানি।-

রক্তের আকাল মেটাতে মহিলা থানার আধিকারিক নিজেই রক্ত দিলেন

হুগলি, ২৬ মার্চ (হি.স.): বেশ কিছু দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের যোগান ঠিক মতো নেই। শ্রীরামপুর মহকুমার একমাত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ওয়ালস হাসপাতালেও এখন রক্তের টান পরেছে। রক্তের যোগান দিতে এবার হাসপাতাল কতৃপক্ষ নিজেরাই রক্তদানের আয়জন করলো।

. বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া রোগিদের রক্তের প্রয়োজনে রক্তদান শিবির করা হলো এখানে।

সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে রক্তদানের জন্য আবেদন করা হয়েছিল।. করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউন কে উপেক্ষা করে ফেসবুকের ডাকে সারা দিয়ে বেশ কিছুজন পুরুষ মহিলা রক্তদানের জন্য এগিয়ে আসেন।. শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে রক্ত দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন তারা।.এর মধ্যে এগিয়ে এসে রক্ত দেন শ্রীরামপুরের মহিলা থানার ওসি বর্ণালী গাঙ্গুলি। তিনি জানান ভবিষ্যতেও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের পাশে থাকবেন। রক্তরক্ত না দিলে এদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।. আজ মোট দশ জন এই হাসপাতালে রক্তদান করেন।. হাসপাতাল সুত্রে খবর আগামি শনিবার আবারও রক্তদানের আয়জন করা হবে। ভিড় াতে না হয় তার জনর কমর কমর এইর এদিকে রক্তের যোগান দিতে শ্রী রামপুরের আরও একটি নামকরা হাসপাতাল শ্রমজীবী কতৃপক্ষ সমাসজে ত্র সেই ডাকে সারা দিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মানুষ রক্তদান করেছেন।

লকডাউনের জন্য পূনর্নবীকরণ-যোগ্য প্রকল্পগুলির সময় বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি .স.) : দেশজুড়ে লকডাউনের জন্য পূণর্নবীকরণ যোগ্য প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে। নতুন ও পূনর্নবীকরণযোগ্য মন্ত্রকের সচিব আনন্দ কুমার এক ট্যুইট বার্তায় এখবর জানিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আটকাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে সারা দেশে ২১ দিনের প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারী করেছেন। বৃহস্পতিবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এ খবর জানিয়ে বলেছে, প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে কর্মীরা কাজ করতে পারবেন না। এই পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলি রূপায়নের সময়সীমা বাড়ানো হল।

নিজেদের পরিবেশকে করোনামুক্ত করতে রোবট ব্যবহার করেছে চিন

বেজিং, ২৬ মার্চ (হি. স.) : নিজেদের পরিবেশকে করোনামুক্ত করতে ওষুধ বা কীটনাশক নয়, রোবটের ব্যবহার শুরু করেছে চিন। কথা বলা সেই রোবট করোনার জীবাণু ধ্বংস করছে মাত্র কুড়ি মিনিটে। চিনের বিভিন্ন হাসপাতালে ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে সেই ইউভিডি রোবট। এটি মূলত একটি লাইট রোবট। জীবাণুনাশক আলোকরশ্মির সাহায্যেই এই রোবট করোনাভাইরাসের ছড়ানো আটকাচ্ছে।

ইউভিডি রোবটসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইমন এলিসন বলেছেন, উহান থেকে এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও পৌঁছে গেছে রোবটটি। ইতালি এটিকেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। আমরা সবাইকে সহায়তা কর

লকডাউন এড়াতে ছলচাতুরির অভিযোগ পুলিশের

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে কলকাতায় চলছে লকডাউন। আর লকডাউন সঠিকভাবে পালন করতে কঠোর হাতে পথে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। লকডাউনে জরুরী পরিষেবা ছাড়া রাস্তায় বেরোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তাও সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অনেকেই বেরোচ্ছে রাস্তায়। আর এরই মাঝে পুলিশের চোখে ধোকা দিয়ে ছলচাতুরি করে লকডাউন এড়ানোর অভিযোগ উঠল কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে।

পুলিশ সূত্রে খবর,মোটরবাইকে ২ যুবক উল্টোডাঙা মোড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা কি কারনে বেরিয়েছেন জানতে চাইলে এক বছরের পুরনো প্রেসক্রিপশন দেখায় তারা। এরপরই তাদেরকে কড়াভাবে বলে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও খবর একটি গাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভুয়ো স্টিকার লাগিয়ে উল্টোডাঙা মোড়ে তিনজন যাচ্ছিলেন। পুলিশ চ্যালেঞ্জ করলে তাঁরা প্রমাণ দিতে পারেননি। এরপর পুলিশ তাঁদের ফিরিয়ে দেয়।

সহায়তা

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী কেনার জন্যই এই আর্থিক সহায়তা।

তিনি আরও জানান, সাধারণ মানুষ আজ কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্যাংক কর্মী সঞ্চিতা দাস আজ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তাঁর এক মাসের বেতন দান করেছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রতিমা ভৌমিক।

এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে নিজের এক মাসের বেতন দান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি-র হাতে তিনি এই চেক তুলে দিয়েছেন। একইভাবে, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে এয়ারপোর্ট অথরিটিও। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা ভি কে শেঠ সিএসআর কার্যক্রমের অধীনে ১০ লক্ষ টাকার চেক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের হাতে তুলে দিয়েছেন। এদিকে, বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, সুশান্ত চৌধুরীও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন।

এটিএম

● প্রথম পাতার পর

লিখিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য। পাশাপাশি আশ্বাস দেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের। সংস্থার কর্মীদের আহ্বান জানান এটিএম পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য।

হস্তক্ষেপে

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আবারও আবেদন করে বলেন, চিকিৎসকরা আপনার এবং আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। দয়া করে তাঁদের এই মহান কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না। এতে করোনা মোকাবিলায় আমাদের যে সংগ্রাম, তা বিঘ্নিত হবে।

এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, অ্যাপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, বর্তমান সময়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাদা পোশাকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নানা বিষয়ে অবগত করছেন। স্বাভাবিক কারণেই এ ধরনের ঘটনা খুব সহজে আমার নজরে আসে এবং সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এই প্রয়াস আগামী দিনেও জারি থাকবে, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ভাড়া বাড়ি থেকে আজ চিকিৎসক দম্পতিকে বের করে দেওয়া হলে ভুক্তভোগী ডা. অজিত দেবনাথ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। প্রশাসনের তরফেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানা গেছে, ওই চিকিৎসক দম্পতির কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা হচ্ছে। তাছাড়া, এখন তাঁরা বাড়িতেই রয়েছেন। খবর পেয়ে কোভিড সার্ভেইলেন্স টিম পুলিশকে সাথে নিয়ে ছুটে গিয়ে চিকিৎসক দম্পতির প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ইনফ্রারেড থার্মোমিটারে তাঁদের শরীরের তাপমাত্রা মেপে দেখেন। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তাঁদের ওই ভাড়া বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির মালিক এবং স্থানীয় কেউ তাঁদের কোনওভাবে যাতে বিরক্ত না করেন, প্রশাসনের তরফে তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

জখম ১ ও গ্রেফতার ২

ছয়ের পাতায় পর

জয় দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রটিকেও। পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যখন ব্যক্তির পুরনো কোন শত্রুতা ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশের তরফে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭/ ৩৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাস্থ্যসচিব

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যসচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তাদেরকে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের কাছ থেকে পাস সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেকের কাছে সচিত্র পরিচয়পত্র রাখার জন্যও স্বাস্থ্যসচিব আবেদন রাখেন।

এদিকে এক প্রশ্নের উত্তরে আইজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জি এস রাও জানান, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের একাংশ কর্মী জনসাধারণের সঙ্গে অনভিপ্রেত আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ এসেছে। সে বিষয়ে দফতরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, খাদ্য দফতরের অধিকর্তা হীরেন্দ্র দেববর্মা জানান, রাজ্যে বর্তমানে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মজুত পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে দফতর নজর রাখছে।

প্যাকেজ

● প্রথম পাতার পর

আগামী তিন মাস কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ১ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে।

এমজিএনআরইজিএ-প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় এমজিএনআরইজিএ বাবদ মজুরির পরিমাণ পয়লা এপ্রিল থেকে ২০ টাকা করে বাড়ছে। এই মজুরি বৃদ্ধির ফলে এমজিএনআরইজিএ — এর কর্মীদের বার্ষিক ২ হাজার টাকা অতিরিক্ত উপার্জন হবে।এর ফলে, প্রায় ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী-৬৩ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠির মাধ্যমে ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ পরিবারকে সহায়তা।কোনও রকম বন্ধক ছাড়াই ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ প্যাকেজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সংগঠিত ক্ষেত্র-কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকাগুলি সংশোধন করা হবে, যাতে তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের ৭৫ শতাংশের নন-রিফান্ডেবল অ্যাডভান্সকে রিফান্ডেবল হিসাবে গণ্য করে মহামারীজনিত পরিস্থিতিকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্দেশিকায় সামিল করা যায়।

এর ফলে, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলের আওতায় নথিভুক্ত ৪ কোটি শ্রমিক পরিবার উপকৃত হবে।ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মী কল্যাণ তহবিল-একটি কেন্দ্রীয় সরকারি আইনের আওতায় ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মীদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।এই তহবিলে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ নথিভুক্ত শ্রমিক রয়েছেন।আর্থিক সমস্যা থেকে এই শ্রেণীর শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে রাজ্য সরকারগুলিকে সংশ্লিষ্ট তহবিল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে।জেলা খনিজ তহবিলের আওতায় কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ে যোগান ও সরবরাহ বাড়াতে রাজ্য সরকারগুলিকে সংশ্লিষ্ট তহবিল ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়াও, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজেও এই তহবিল সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিতরণ প্রশাসনের

ছয়ের পাতায় পর

৬ টায় এই খাবার প্রদান করা হবে। রাজ্যের অন্যান্য পুর এলাকা গুলিতেও এই ভাবে রান্না করা খাবার প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এইদিন আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৫০০ খাবারের প্যাকেট প্রদান করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আগামিদিন খাবারের প্যাকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা শৈলেশ কুমার যাদব।

মমতার

তিনের পাতার পর

নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলেও চিঠিতে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন, তামিলনাড়ু, ওডিশা, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, কেরল, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড, দিল্লি, ঝারখন্ড, রাজস্থান, বিহার, গোয়া, গুজরাট, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ এই ১৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

করেছে চিন

চারের পাতার পর

কোনও জায়গায় জনমানবশূন্য করে এই রোবট আলো বিকিরণ শুরু করে। এই রোবটের মূল্য ৬৭ হাজার মার্কিন ডলার। মার্স এবং সার্স ভাইরাসের সঙ্গে করোনাভাইরাসের অনেক মিল। তাই এই রোবট করোন মোকাবিলায় কার্যকরী হবে বলে মনে করছে প্রস্তুতকারক সংস্থা ব্লু ওশান রোবোটিক্স কোম্পানি।

কোয়ারান্টাইন কেন্দ্র

চারের পাতার পর

১৫০টি শয্যার। ১০টি আইসিইউ শয্যা তৈরি করা হয়ে গেছে। মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে প্রসূতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ছাড়া অন্য সব বিভাগ আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, সরসজাই স্টেডিয়াম এবং নেহরু স্টেডিয়ামে মোট ১,০০০ শয্যাবিশিষ্ট কোয়ান্টারাইন কেন্দ্রও গড়ে তোলা হচ্ছে। সরুসজাইয়ের কেন্দ্রটি তৈরি হয়ে গেলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্য নেহরু স্টেডিয়ামে অনুরূপ টেন্ট তৈরির কাজ শুরু হবে। চতুর্থত, সদর গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুরে অবস্থিত জেলা হাসপাতালকে তৈরি করা হয়েছে কেবল করোনা-আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য। এছাড়া ওই হাসপাতালে নতুন ১০টি আইসিইউ শয্যা সংযোজন করা হয়েছে। পঞ্চমত, স্থানীয় কালাপাহাড়ে অবস্থিত ইনফেকশাস ডিজিজ হাসপাতালেও করোনার চিকিৎসা হবে।

এভাবে কামরূপের শিঙিমারি আদর্শ হাসপাতাল, জালুকবাড়ির আয়ুর্বেদিক হাসপাতালকে কেবল করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত চাবুয়ায় টাটা রেফারেল হাসপাতালও কেবলমাত্র করোনা চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, অসমকে ২০০টি ভেন্টিলেটর সরবরাহ করবে টাটা। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে টাটা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। তাছাড়া রাজ্যের বাইরে আছেন এমন সচ্ছল অসমের বাসিন্দাদের ভেন্টিলেটর, পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট যোগান ধরার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাজ্যে মোট ছয়টি হাসপাতালকে আইসোলেশন হাসপাতালে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছাড়া অন্য রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব কাঁধ পেতে নিতে রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ সরকার বহন করবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

প্রাসঙ্গক বক্তব্যে মন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বেঙ্গালুরু, কেরালা প্রভৃতি বহিঃরাজ্য থেকে আগত হোম কোয়ান্টারাইনে রয়েছেন এমন মানুষজনকে সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে দূরে রাখতে এই নিঃসঙ্গ কেন্দ্র গড়া হচ্ছে। আরও জানান, অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী শ্রীরামপুর গেট ও বক্সিরহাটে বহিঃরাজ্য থেকে আগত প্রায় ৭০০ জন আটকে রয়েছেন। এভাবে গুয়াহাটিতেও বহু মানুষ আটকে পড়েছেন। এ ধরনের বিপদাপন্ন মানুষকে এই সব অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখা হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ক্রীড়াঙ্গন

পারিশ্রমিকের অর্ধেক টাকা করোনা তহবিলে দান করার কথা ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা

ঢাকা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দেশগুলির তালিকায় ভারতের সঙ্গে রয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশও। দেশের এই সংকটকালে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অর্থসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটাররাও। দেশের করোনা মোকাবিলায় মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তামিম, মুশফিকুর, মোমিনুলরা।

বিসিবি'র দেওয়া একমাসের পারিশ্রমিকের অর্ধেক অঙ্ক এবার দেশের করোনা তহবিলে দান করার কথা ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক থেকে সর্বমোট ৩১ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায়) দান করা হবে করোনার তহবিলে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ ওয়ান-ডে ক্রিকেট দলের নয়া অধিনায়ক তামিম ইকবাল দেশের মানুষের ঘরে থাকারও আর্জি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি শুনে আপদকালীন রিলিফ ফান্ডে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অর্থাৎ সিএবি। গরিব ফুটপাতবাসীদের মুখে অন্ন তুলে দিতে ৫০ লক্ষ অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

করোনাভাইরাসের দাপটে এবার বাতিল হতে পারে উইম্বলডন

লন্ডন, ২৬ মার্চ (হি. স.) : বিশ্বজুড়ে নোভেল করোনাভাইরাসের দাপটে এবার বাতিল হতে পারে উইম্বলডনের মত অভিজাত গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট। বুধবার এমনটাই জানালো অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব।

আগামী ২৯ জুন থেকে ১২ জুলাই অল ইংল্যান্ড ক্লাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও করোনার জেরে উইম্বলডনের ভবিষ্যৎ এখন বিশ বাঁও জলে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কিংবা আগামিদিনে টুর্নামেন্ট নিয়ে একটি স্বচ্ছ রুপরেখা তৈরি করতে আগামী সপ্তাহেই একটি জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছে এইএলটিসি। বৈঠকে এইএলটিসি'র সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এটিপি, ডব্লুটিএ, আইটিএফ ও অন্যান্য গ্র্যান্ড স্ল্যাম আয়োজকরা।

উল্লেখ্য, করোনার জেরে এটিপি এবং ডব্লুটিএ আগামী ৭ জুন অবধি স্থগিত রেখেছে তাদের সমস্ত টুর্নামেন্ট। ফলে সেপ্টেম্বর অবধি স্থগিত রাখা হয়েছে ফরাসি ওপেন।

করোনাভাইরাস: সেরে উঠছেন দিবালা

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালা ভালো বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন তার বান্ধবী ওরিয়ানা সাবাতিনি।গত ২২ মার্চে নিজের ও বান্ধবীর কভিড-১৯ টেস্টে পজিটিভ রিপোর্ট আসার খবর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইউভেন্তুসের ফরোয়ার্ড দিবালা নিজেই জানিয়েছিলেন। আগামী মঙ্গলবার আরেকদফা পরীক্ষা করার কথাজানিয়েছেন সাবাতিনি। "এখন আমরা আরও ভালো বোধ করছি। কিন্তু দুই-তিন দিন আগেও আমি ভালো অনুভব করছিলাম না।""আমরা নয় দিন আইসোলেশনে রয়েছি। আগামী ৩১ মার্চ আরেকদফা পরীক্ষা করার কথা ডাক্তার আমাদের বলেছিলেন। এই সময়ে মধ্যে তারা আমাদের বিশ্রামে থাকা এবং কিছু ভিটামিন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।"

করোনায় প্রাণ গেল সোমালিয়ার কিংবদন্তি ফুটবলার আবদুল কাদির

লন্ডন, ২৬ মার্চ (হিস) : করোনার থাবায় প্রাণ গেল ফুটবলারের ।

মঙ্গলবার নর্থ-ওয়েস্ট লন্ডন হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সোমালিয়ার কিংবদন্তি ফুটবলার আবদুল কাদির মহম্মদ ফারাহের। সারা বিশ্বে ফারাহ প্রথম ফুটবল তারকা যিনি করোনা সংক্রমণে প্রাণ হারালেন।

মারণ করোনানভাইরাসের প্রকোপে বিশ্বে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২১হাজার ছাড়িয়েছে।

যার মধ্যে আছেন সোমালিয়ার কিংবদন্তি ফুটবলার আবদুল কাদির মহম্মদ ফারাহের। মঙ্গলবার নর্থ-ওয়েস্ট লন্ডন হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন আফ্রিকান ফুটবলের অন্যতম বিশিষ্ট মুখ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। গত সপ্তাহে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ফারাহ। সেখানে মেডিকেল টেস্টে তাঁর করোনা ধরা পড়ে।

ফারাহের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন (সিএএফ) এবং সোমালি ফুটবল ফেডারেশন (এসএফএফ)। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সোমালিয়ার যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের পরামর্শদাতার ভমিকা পালন করেছেন তিনি।

২০২১ অলিম্পিক ফুটবলে বয়সসীমা বাড়ানোর পক্ষে দক্ষিণ কোরিয়া

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এক বছরের জন্য অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ায় সামনে আসতে শুরু করেছে অনেক প্রশ্ন। ২০২০ সালের আসরকে সামনে রেখে অলিম্পিক ফুটবল দল সাজানো দেশগুলো পড়েছে সঙ্কটের মুখে। ঠিক করে দেওয়া বয়সসীমা অতিক্রম করে যাবেন বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই। তাই দল ঠিক রাখতে বয়সসীমা বাড়ানোর দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) কাছে একই সঙ্গে স্কোয়াডে খেলোয়াড় সংখ্যা বাড়ানোরও আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। অলিম্পিকে পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্টে বয়সসীমা অনূর্ধ-২৩ বছর। ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি অথবা এর পরে জন্ম নেওয়া ফুটবলারদের অংশ নেওয়ার সুযোগ ছিল ২০২০ অলিম্পিকে। প্রতিটি দল ২৩ বছরের বেশি বয়সী তিনজনকে স্কোয়াডে নিতে পারে। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রভাবে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ফুটবলারের অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এক চিঠির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফিফা ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনকে (এএফসি) আহ্বান জানিয়েছে কেএফএ। গত জানুয়ারিতে এএফসি অনূর্ধ-২৩ চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে দক্ষিণ কোরিয়া। এই দলটি ১৯৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করা খেলোয়াড়দের ওপর অনেকটাই নির্ভারশীল।

টুর্নামেন্টটের সেরা খেলোয়াড় হওয়া ওন দু-জে এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা সং বুম-কেউন দুজনই রয়েছেন এই তালিকায়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মেক্সিকো। তাদের ২০ ফুটবলার এই বয়সসীমা ছাড়িয়ে যাবে।

অলিম্পিক বাছাইয়ের ছাড়াও ফিফা ও প্রদেশিক সব টুর্নামেন্টে ২৩ জন ফুটবলার নিয়ে স্কোয়াড গঠন হয়। তবে অলিম্পিক টুর্নামেন্টের স্কোয়াড হয় ১৮ জনের, যাকে সেকেলে বলেছে কেএফএ।

'লিগ মৌসুম শেষ করতেই হবে'

করোনাভাইরাসে স্থবির পুরো ক্রীড়াঙ্গন। প্রাণঘাতী কভিড-১৯ রোগে নাজেহাল অবস্থায় আছে স্পেন। তাই দেশটির ফুটবল লিগের চলতি মৌসুম বাতিল হওয়া নিয়ে বাড়ছে শঙ্কা। তবে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস জানিয়েছেন, অন্তত লিগের ২০১৯-২০২০ মৌসুম শেষ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা।

লা লিগা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। গত ১০ মার্চ স্পেনের শীর্ষ লিগের শেষ ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছিল।

মে মাসের শেষ দিকে হতে যাওয়া ইউরোপা লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল স্থগিত করা হয়েছে। ২০২০ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এক বছরের জন্য।

বিশ্ব জুড়ে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ বেড়েই চলছে। ১৯৮ দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাড়ে চার লাখ। প্রাণ হারিয়েছে ২১ হাজারের বেশি। স্পেনে ৫০ হাজারের কাছাকাছি চলে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যু সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়েছে।এমন পরিস্থিতিতে ফুটবল লিগ মাঠে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ হচ্ছে ক্রমশ। তবে রুবিয়ালেস বুধবার জানিয়েছেন, প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বাড়ানো হবে এবারের মৌসুমের সময়। সূচির সবগুলো ম্যাচ নিশ্চিত করতে চায় স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন।"লিগ মৌসুম শেষ করাটা মূল লক্ষ্য। আমরা এখনই দলগুলোকে নিচের স্তরে নামিয়ে দিতে পারি না। একইভাবে দলগুলোর উপরের ধাপে উঠে আসার প্রক্রি

ফিরেছিলেন সৌদি আরব থেকে, আহমেদাবাদে মৃত্যু করোনায় সংক্রমিত বৃদ্ধার

আহমেদাবাদ, ২৬ মার্চ (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভারতে ফের মৃত্যু! এবার গুজরাটের আহমেদাবাদে প্রাণ হারালেন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত একজন বৃদ্ধা। ওই বৃদ্ধার বয়স ৮৫ বছর। সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে ফিরেছিলেন ওই বৃদ্ধা। বুধবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ওই বৃদ্ধা। আহমেদাবাদে নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর ভারতে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২। গুজরাট স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার আহমেদাবাদে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত একজন বৃদ্ধার। সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন ওই বৃদ্ধা এবং দেশে ফেরার পর করোনাভাইরাসের লক্ষণ ধরা পড়ায় ওই বৃদ্ধাকে গত ২২ মার্চ আহমেদবাদের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বুধবার ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

চতুর্থ দিনের জন্য কমল সংক্রমণ ইতালিতে মৃত্যু ছাড়াল ৭ হাজার

রোম, ২৬ মার্চ (হি.স.): চতুর্থ দিনের জন্য কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমণ কমল ইতালিতে। তবে, মৃত্যু থামছেই না। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাতের মধ্যে ইতালিতে মৃত্যু ছাড়াল ৭ হাজার।

ইতালির সিভিল প্রোটেকশন এজেন্সি জানিয়েছে, কোভিড-১৯ ভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যু ছাড়িয়েছে ৭,৫০০। যদিও, বিগত চার দিন ধরে সংক্রমণ কমেছে। ইতালিতে বর্তমানে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ৫৭,৫২১ জন। মঙ্গলবারের তুলনায় ৩,৪৯১ বেশি।

বিহারে করোনায় সংক্রমিত আরও দু'জন, আক্রান্ত বেড়ে ৬

পাটনা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বিহারে আরও দু''জনের শরীরে ধরা পড়ল কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস। বিহারের মুঙ্গের জেলার বাসিন্দা দু''জনের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। নতুন করে দু''জন সংক্রমিত হওয়ার পর বিহারে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ৬। পাটনার রাজেন্দ্র মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর প্রদীপ দাস জানিয়েছেন, ৩৮ বছর বয়সী করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী, গত শনিবার যাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, এমন ৫৫ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ওই ৫৫ জনের মধ্যে দু''জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার জি২০ ভারচুয়ের সামিটের কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের সাথে আলোচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

১৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি মমতার

কলকাতা, ২৬মার্চ (হি. স.): লকডাউন এর জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে রয়েছে বাংলার শ্রমিকরা। সেই শ্রমিকদের যথাযোগ্য খেয়াল রাখতে বলে সংশ্লিষ্ট ১৮ টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে যোগাযোগ করবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব এমনটাও জানান মমতা।

করোনা আতঙ্কের জেরে দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। যা চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত করা সমস্যার। ফলে কাজের সূত্রে যাওয়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছে এ রাজ্যের শ্রমিকরা। এই কথা জানিয়ে এবং তাদের যথাযোগ্য খেয়াল রাখতে বলে ১৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বৃহস্পতিবার চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে মমতা লেখেন, 'লক ডাউন এর জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছে বাংলার শ্রমিকরা। এমনকি আপনার রাজ্যে শ্রমিকরাও আমাদের রাজ্যে আটকে পড়েছে। আপনি দয়া করে সেই আটকে পড়া শ্রমিকদের খাদ্য, বাসস্থান এবং চিকিৎসার খেয়াল রাখবেন।' আটকে পড়া শ্রমিকরা দলে ৫০ থেকে ১০০ জন আছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্থানীয় প্রশাসন যেন তাদের খুঁজে বার করে যথাযোগ্য পরিষেবা দেয়।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, এই রাজ্যে যে সমস্ত ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা আটকে পড়েছে তাদের খেয়াল রাখবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের মুখ্য সচিব বিস্তারিত তথ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলেও চিঠিতে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন, তামিলনাড়ু, ওডিশা, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, কেরল, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড, দিল্লি, ঝারখন্ড, রাজস্থান, বিহার, গোয়া, গুজরাট, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ এই ১৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

করোনা-রোধে সক্রিয় করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন, লকডাউনের সুযোগে লুণ্ঠিত ক্রেতা-জনতা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে গোটা বিশ্বে হাড় হিম করা এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিনই সমগ্র বিশ্ব সহ ভারতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব। দক্ষিণ অসেমর করিমগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও এই জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের কোনও খবর নেই, তবুও জেলাবাসী এ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন যেমন সক্রিয় রয়েছে, তেমনি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগও এই ভাইরাস প্রতিরোধে অতি সক্রিয় রয়েছে। বসে নেই করিমগঞ্জ পুরসভাও।

করিমগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছন্তরবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে সেনিটাইজেশনের কাজ চলছে। গত দু-দিন থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত নোংরা আবর্জনা পরিষ্কারের পাশাপাশি ফিনাইল, ব্লিচিং ছড়ানোর কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে ছন্তরবাজার পরিষ্কারের কাজ। পুরসভার সাফাই কর্মীরা প্রথমে গোটা বাজার এলাকা পরিষ্কার করে ফিনাইল ও ব্লিচিং ছড়িয়ে দেন। তার পর শুরু হয় গোটা বাজার এলাকাকে সেনিটাইজ করে তোলার কাজ। অগ্নিনির্বাপক এবং আপৎকালীন বাহিনীর কর্মীরা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে সমগ্র ছন্তরবাজার এলাকাকে সেনিটাইজ করে তুলেছেন।

অন্যদিকে লকডাউনের ২৪ ঘণ্টা পার হতে না-হতেই সমগ্র জেলা জুড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর আকাল দেখা দিয়েছে। সমগ্র জেলা, বিশেষ করে শহরের পাইকারি ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা লাভের জন্য জেলা প্রসাশন কর্তৃক নির্ধারিত দ্রব্যমূল্যের কোনও ধার ধারছেন না। কর্মহীন হয়ে পড়া সাধারণ জনগণকে বাজারে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যাচ্ছে। ১৫ টাকার আলু ৩০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা আগেও যে পেঁয়াজ কিলো প্রতি কুড়ি টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, লকডাউন ঘোষণা হতেই সেই পেঁয়াজ ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ২৫ কিলো ওজনের চালের বস্তার সর্বনিম্ন দর ছিলো ৬৫০ টাকা। লকডাউনের ২৪ ঘণ্টা পার হতেই সেই ২৫ কিলো চালের বস্তা সাধারণ জনগণকে ৯৩০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।

জেলাশাসক জেলার জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর দর নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুযোগসন্ধানী মুনাফাখোর কিছু সংখ্যক পাইকারি ব্যবসায়ীর সৌজন্যে জেলার সাধারণ জনগণ হচ্ছেন জেরবার। অধিক মূল্যে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

২১ দিনের লকডাউনের সময়কালে করিমগঞ্জ জেলায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও অত্যাশ্যক জিনিসপত্রের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। এ সবের কোনও ঘাটতি হবে না। জেলার জনগণকে সরকার এবং জেলা প্রসাশনের পক্ষ থেকে বার বার এই অভয় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনযন্ত্রকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করিমগঞ্জ শহর সহ জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা তাদের নিজের মর্জিমাফিক নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সহ অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের দরমূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করছেন, অভিযোগ উঠছে সর্বত্র।

এ ব্যাপারে পাইকারি ও খুচরা দোকানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জিনিসপত্রের দামের তালিকা ঝুলিয়ে রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ জারির দাবি উঠেছে। সেই সঙ্গে সাধারণ ক্রেতাদের সুবিধার্থে দাবি তোলা হয়েছে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করার। এতে প্রশাসন নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য থেকে অধিক দাম চাইলেই, সাধারণ ক্রেতারা এই হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারেন। তবেই হয়ত কালোবাজারিতে কিছুটা লাগাম টানা সম্ভব হবে, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সচেতন নাগরিকগণ জেলা প্রশাসনের কাছে রেখেছেন আবেদন।

করোনা মোকাবিলায় একদিনের বেতন দান করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল

মুম্বাই, ২৬ মার্চ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় নিজের একদিনের মাইনে দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কশিইয়ারি। বৃহস্পতিবার রাজভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা মোকাবিলায় নিজের একদিনের বেতন মুখ্য মন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দানের সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যপাল।যদিও করোনা পরিস্থিতিতে নিজেকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে নারাজ রাজ্যপাল। রাজভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রাজ্যপাল নিয়মিত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনায় মহারাষ্ট্র আক্রান্ত ১২৫। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নাভিশ্বাস ছুটে যাচ্ছে প্রশাসনিক আমলাদের।

করোনা আবহে প্রকাশ্যে গুলি চলল লেক রোডে, জখম ১ ও গ্রেফতার ২

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.): করোনা আতঙ্কে যখন ত্রস্ত গোটা শহর ঠিক সেই মুহূর্তে দিনেদুপুরে বচসার জেরে প্রতিবেশীকে গুলি করল এক দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডে। গুরুতর জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি পেশায় গাড়ি চালক বছর ৪৮ এর ব্যক্তি পিন্টু দাস। ঘটনায় অভিযুক্ত টিংকু শীল ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা নিজের নাতিকে নিয়ে দোকানে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন পিন্টু বাবু। সেই সময় তার সঙ্গে দেখা হয় প্রতিবেশী টিংকু শীলের। তখন তারা একসাথে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। এরপর এক কথা দুই কথায় বচসা বেঁধে যায় ওই দুজনের মধ্যে। সেই সময় ঘটনাস্থলে থাকা ব্যক্তিদের দাবি, বচসা গড়ায় হাতাহাতি পর্যন্ত। এর মাঝেই টিংকু নিজের কোমর থেকে বন্দুক বের করে পিন্টু বাবুর ডান পায়ের হাঁটুর দিকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও দ্বিতীয়বার গুলিটি লাগে তার পায়। যদিও স্থানীয় সূত্রে দাবি ঘটনার সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিল অভিযুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সেখান থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, হাসপাতালে যখন ব্যক্তির বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ। তার বয়ান অনুযায়ী টিংকু শিল এবং তার সহযোগী

পাচের পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ বাজারগুলিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে রাজ্য দেশ জুড়ে লাগু রয়েছে লক ডাউন। একই সাথে জারি রয়েছে কারফিউ। কিন্তু একাংশ অতি উৎসাহী লোক বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়ে পরে। স্বাভাবিক ভাবেই এইদিনও রাস্তায় নামতে হয় আরক্ষা প্রশাসনকে। রাজধানীর রাজ পথে এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

এইদিন সকাল থেকে কিছু কিছু লোক দ্বিচক্রযান ও ছোট বড় যান বাহন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পরে। ফলে বাধ্য হয়ে আরক্ষা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রাজধানীর বিভিন্ন রাজপথে টহলদারি চালায় পুলিস ও টিএসআর বাহিনী। বিনা প্রয়োজনে যারা রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে সকাল থেকে যে ভিড় লক্ষ্য করা যায় তা নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ক্রেতাদের সচেতন করা হয়। বিক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়েছে এমন বহু লোককে আটক করা হয়েছে। বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া কিছু কিছু যানবাহনও আটক করা হয়।

শহর আগরতলায় খোদ জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার অমিতাভ পাল রাস্তায় নামেন।

তিনি জানান লক ডাউন চলছে সমগ্র রাজ্যে। তা যেন সকলে মানে তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অপ্রয়োজনে লোক যেন বাড়ি থেকে বের না হয় এবং অপ্রয়োজনে যেন কোথাও লোক জড় না হয় সেইদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে নজর রাখা হচ্ছে। যে উদ্দেশ্যে লক ডাউন করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য যেন সফল হয় তার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও জানান বৃহস্পতিবার যারা বাড়ি থেকে বের হয়েছেন তারা বিশেষ কারনে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। বিনা প্রয়োজনে যারা বাড়ি থেকে বের হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেলাঘর ও সোনামুড়া হাসপাতালে মাস্ক ও গ্লাভস বিতরন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। বৃহস্পতিবার মেলাঘর ও সোনামুড়া মহকুমা হাঁসপাতালে যান পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। কথা বলেন হাঁসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জীবনের ঝুকি নিয়ে তারা কাজ করছে। তাই তাদের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে এইদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সোনামুড়া মহকুমা হাঁসপাতাল ও মেলাঘর হাঁসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক প্রদান করেন। পাশাপাশি হাঁসপাতালের চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য ব্লিচিং পাউদার প্রদান করেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এক সাক্ষাৎকারে জানান যারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত তাদেরকে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক প্রদান করা হচ্ছে।

পর্যায়ক্রমে আরক্ষা কর্মী ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরও তা দেওয়ার কাজ চলছে। সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার বার্তা দেন তিনি। সোনামুড়া মহকুমা হাঁসপাতাল, মেলাঘর হাঁসপাতাল ছাড়াও সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এইদিন ধনপুর হাঁসপাতাল, কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক প্রদান করেন। সাংসদ প্রতিম ভৌমিকের এই উদ্যোগে খুশি সংশ্লিষ্ট হাঁসপাতাল গুলির চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি ৬০লক্ষ টাকা অনুদান পরিবহণমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬মার্চ (হি. স.): করোনা মোকাবিলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর গঠিত ত্রাণ তহবিলে এবার বিপুল অর্থ দান করলেন রাজ্যের পরিবহন ও সেচমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তিনি নিজের বিধায়ক ও মন্ত্রী তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা দান করেন।

পাশাপাশি কন্টাই সমবায় ব্যাঙ্ক, বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ লক্ষ করে টাকাও ওই তহবিলে দেন তিনি। এই তিনটি ব্যাঙ্কেরই চেয়ারম্যান তিনি স্বয়ং। অতএব মোট মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দান করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

দেশজুড়ে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। রাজ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করছেন না বলে বারবার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জানান এমন অনেক প্রবাসী রয়েছেন যারা দেশের জন্য অর্থ দান করতে চান।

এক্ষেত্রে তারা এই তহবিলে তাদের সাধ্যমত অনুদান দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই বৃহস্পতিবার সেই ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দান করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

এছাড়াও কলকাতার ছ'টি রুটে জরুরি পরিষেবার কর্মীদের সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বাস চালানো হবে বলে জানিয়েছে তার অধীনে থাকা রাজ্য পরিবহণ দফতর। সীমিত সংখ্যক ওলা-উবেরও রাস্তায় নামানোর উদ্যোগ নিয়েছে পরিবহণ দফতর।

করোনা ঃ জিবি হাসপাতালে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্য জুড়ে চলছে লক ডাউন। করুণা আক্রান্ত কোন রোগী পাওয়া গেলে তার চিকিৎসার জন্য জিবি হাঁসপাতালে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যবেক্ষণে রাখার জন্যও পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জিবি হাঁসপাতালের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার জিবি হাঁসপাতালে যান মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ঘুরে দেখেন সকল ব্যবস্থাপনা। সাথে ছিলেন জিবি হাঁসপাতালের এমএস ডাক্তার রঞ্জিত দাস।

হাঁসপাতালের এমএসের সাথে করোনা মোকাবেলার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। পরে সংবাদ প্রতিনিধিদের তিনি জানান। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাজ্য প্রস্তুত ছিল না। তারপরও চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য কর্মী সকলে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি জিবি হাঁসপাতাল পরিদর্শনে এসেছেন। জিবি হচ্ছে মূল চিকিৎসা কেন্দ্র। পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে।

সেখনে বর্তমানে ৭ জন রয়েছে। এখনো পর্যন্ত রাজ্যে কোন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় নি। এইটা একটা ভালো দিক। জিবি হাঁসপাতালে যা ব্যবস্থা রয়েছে সবকিছু ঠিক রয়েছে। যারা কাজে আসছে, দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করছে। রাজ্যে বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ৯০৩ জনের মতো। এছাড়াও ১২ টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আরও ৪০ থেকে ৫০ জনের মতো রয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাজ্য সরকার সফল হবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

করোনা মোকাবিলায় সর্ববৃহৎ হাসপাতাল গড়বে ওড়িশা সরকার

ভুবনেশ্বর,২৬ মার্চ (হি. স.): করোনা ভাইরাস রোধে বড় পদক্ষেপ নিল ওডিশা সরকারের। ভারতের সর্ববৃহদ ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে অর্থ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওডিশা মাইনিং করপোরেশন ও মহানদী কোল ফিল্ড লিমিটেড।

বৃহস্পতিবার প্রশাসনের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে স্টেট অফ আর্ট সুবিধাযুক্ত গোটা দেশের সর্ববৃহৎ করোনা মোকাবিলায় হাসপাতাল বানাতে চলেছে ওডিশা দরকার। এর জন্য বৃহস্পতি বার লোকভবনে এস ইউ এম এবং কে আইআইএম এস মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়। রাজ্যের তরফ থেকে ভুবনেশ্বরে এই হাসপাতালগুলি নির্মাণ করা হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই হাসপাতালের নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে বলে জানানো হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের আশ্রয় দেওয়ার কাজ চালাচ্ছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি. স.) : পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে এসে দাড়াল কেন্দ্র। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশ জুড়ে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। এর ফলে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এবার এই সকল শ্রমিকদের পাশে এসে দাড়াল কেন্দ্র।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পুণ্য সলিল শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, পরিযায়ী কর্মীদের খাদ্য ও বাসস্থান দেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছে প্রশাসন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীদের মধ্যে যাতে খাবার সরবরাহ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা জন্য কাজ চলছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের তরফ থেকে আর গঙ্গা কেতকর জানিয়েছেন, প্রশাসনের নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চললে দেশে নতুন করে কেউ কোরোনায় আক্রান্ত হবে না। স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম সচিব লাভ অগ্রয়াল জানিয়েছেন, শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য ১৭টি রাজ্যে হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছে। উল্লখ করা যেতে পারে এখনো পর্যন্ত করোনা রোগে ৬৪৯ জন আক্রান্ত হয়েছে গোটা দেশে।

কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিট আনতে উড়ে গেল হেলিকপ্টার

আগরতলা, ২৬ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও গতিশীল করার জন্য কলকাতা থেকে সুরক্ষা কিট আনার জন্য আগরতলা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার উড়ে গেছে। গুয়াহাটি এবং বাগডোগরা হয়ে কলকাতা পৌঁছবে পবনহংসের হেলিকপ্টার। ৩৫০ কেজি সামগ্রী আনা হবে। ত্রিপুরায় বর্তমানে সুরক্ষা কিটের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে ওই কিট পৌঁছানো অত্যধিক জরুরি হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বীকার করেছেন, সুরক্ষা কিটের ঘাটতি মেটানো খুবই জরুরি। গতকাল স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে সুরক্ষা কিট আনা হবে। সে মোতাবেক বৃহস্পতিবার কলকাতার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টার উড়ে গেছে।

স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, ওই হেলিকপ্টার আজ বিকেলের মধ্যে ফিরে আসুক, সেই চেষ্টা চলছে। তবে, আজ আসতে না পারলে আগামীকাল সকালে কলকাতা থেকে সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসবে। তিনি বলেন, সামগ্রীগুলি কলকাতায় আটকে রয়েছে। কারণ, লকডাউনের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়ায় হেলিকপ্টার ভাড়া করতে হয়েছে।

আগরতলায় দুস্থদের খাদ্য বিতরণ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রাজ্য জুড়ে লক ডাউনের ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সন্মুখিন গৃহহীন শ্রমিক, রিক্সা চালক ও গরীব অংশের জনগণ। তাই লক ডাউনের দিন গুলিতে শহর এলাকার গৃহহীন শ্রমিক, রিক্সা চালক ও গরীব অংশের জনগণকে রান্না করা খাবার প্রদান করার ঘোষণা দেয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের। সেই মোতাবেক বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে রান্না করা খাবার প্রদান।

মহিলা স্ব-সহায়ক দলের দ্বারা এই খাবার রান্না করা হয়। খাবার রান্নার কাজে যুক্তরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার রান্না করেন। প্রাথমিক ভাবে এইদিন আগরতলা পুরনিগম এলাকায়্য এই রান্না করা খাবার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি জানান যাদের বাড়ি নেই, রাস্তার পাশে দিন যাপন করে, নির্মাণ শ্রমিক যারা রাজ্যের বাইরে থেকে এসেছে অথবা রাজ্যের এই সময়ে কাজ পাচ্ছে না, দিন মজুরদের বর্তমানে খাদ্যের সমস্যা হত্যে পারে।

বিষয়টিকে মাথায় রেখে সরকারের পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার প্যাকেট জাত করে বিতরণ শুরু হয়েছে। আগরতলা পুর নিগম এলাকা থেকে এই খাবার বিতরণ শুরু করা হয়েছে। শুক্রবার থেকে প্রতিদিন দুইবার করে এই খাবার প্রদান করা হবে। সকাল ১১ টা ও সন্ধ্যা সাড়ে

পাচের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরত